অন্ধ অনুসরণ

কুফরী বা শিরক নয় কি?

গবেষণা সিরিজ-২১

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান

FRCS (Glasgow)

চেয়ারম্যান

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩
E-mail : official@qrfbd.org
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org
ডোনেশনের জন্য : www.solab.qrfbd.org, www.zakat.qrfbd.org

যোগাযোগ
এডমিন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৭৫৫৩০৯৯০৭
দাওয়াহ : ০১৬১০১৯৪৬৯৮, ০১৯৪৪৪১১৫৫১
প্রকাশনা : ০১৯৭৭৩০১৫১০
তথ্য-প্রযুক্তি : ০১৪০৭০৬৩৪৩৪
বিক্রয় : ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৪৪৪১১৫৫৮
কালচার এন্ড মিডিয়া : ০১৪০৭০৬৫৭৯৪

ISBN Number : 978-984-35-1380-9

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০৬
পঞ্চম সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০২৫

নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
তাজুল গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টিং
১৮৩, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯৭৬১৩৯৮৬৯, ০১৭১৬১৩৯৮৬৯
ইমেইল : tajulprint12@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	মূল বিষয়	২৭
৫	অন্ধ অনুসরণের সংজ্ঞা	২৮
৬	অন্ধ অনুসরণের ব্যাপকতা	২৮
৭	অন্ধ অনুসরণের পক্ষে প্রচারিত যুক্তি	২৯
৮	অন্ধ অনুসরণের পক্ষে প্রচারিত কুরআনের দলিল	৩০
৯	অন্ধ অনুসরণের অজ্ঞতা ও পণ্ডিত তত্ত্বের পক্ষে প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের তথ্য	৩২
১০	অন্ধ অনুসরণের ক্ষতি	৩৫
১১	অন্ধ অনুসরণের বৈধতা : সামগ্রিক পর্যালোচনা	৩৬
১২	নিজের ইসলামের জ্ঞান নেই মনে করে অন্যের অন্ধ অনুসরণ করার গুনাহর ধরন	৫২
১৩	কাউকে নির্ভুল মনে করে অন্ধ অনুসরণ করার গুনাহর ধরন	৫৬
১৪	‘অন্ধ অনুসরণ বৈধ’ জাতি বিধ্বংসী এ তথ্যটির পক্ষে প্রচারিত কুরআনের আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা	৬১
১৫	কুরআন ও প্রচলিত সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা বক্তব্যের বিষয়ে করণীয়	৬৩
১৬	আল কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা কথার নির্ভুলতা যাচাইয়ের প্রবাহচিত্র	৬৫
১৭	সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা কথার নির্ভুলতা যাচাইয়ের প্রবাহচিত্র	৬৯
১৮	শেষ কথা	৭০

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

**তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না,
নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?**

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অধঃপতনের
মূল কারণ ও প্রতিকার জানতে
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত
গবেষণা সিরিজের বইগুলো পড়ুন
এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

কারো কথা, বক্তব্য, লেখা, অনুবাদ, ব্যাখ্যা ইত্যাদি বিনা যাচাইয়ে মেনে নেওয়াকে অন্ধ অনুসরণ বলে। বর্তমান মুসলিম সমাজে অন্ধ অনুসরণ ব্যাপকভাবে চালু আছে। নিরক্ষর, সাধারণ শিক্ষিত, মাদ্রাসা শিক্ষিত সকল মুসলিমের মধ্যে এটি কম-বেশি বিদ্যমান। তবে এটি বিশেষভাবে চালু আছে বর্তমান ইসলামী শিক্ষায়। যে কুরআন হাতে নিয়ে মুসলিম জাতি জীবনের সকল দিকে অন্যসব জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল সে কুরআন অপরিবর্তিত আছে, কিন্তু মুসলিম জাতি আজ জীবনের প্রায় সকল দিকে অন্যসব জাতির চেয়ে অবিশ্বাস্যরকম পিছিয়ে। এটি প্রমাণ করে মুসলিমদের মূল জ্ঞানে কোনোভাবে অনেক মৌলিক ভুল ঢুকেছে।

অন্ধ অনুসরণ ঐ ভুলগুলোকে চালু রাখতে ব্যাপক সহায়তা করছে। যারা অন্ধ অনুসরণ চালু করেছেন তাদের একটি যুক্তি হলো– যাদের ইসলামের জ্ঞান নেই তাদের জন্য ইসলামের জ্ঞানী ব্যক্তিদের অন্ধ অনুসরণ করা যৌক্তিক ও কল্যাণকর। কিন্তু পৃথিবীতে নবী-রসূলগণ ছাড়া অন্য কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। অন্যদিকে ইসলামের বিষয়ে অন্যের উচ্চারিত ভুল কথা প্রাথমিকভাবে ধরতে পারার জন্য জ্ঞানের একটি উৎস মহান আল্লাহ সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। সেটি হলো বোধশক্তি/Common sense/عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান। তাই যার Common sense জাগ্রত আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে।

অন্ধ অনুসরণ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে অনেক তথ্য আছে। সে সব তথ্যের আলোকে সহজেই বোঝা যায়– অন্ধ অনুসরণ করা অবস্থাভেদে শিরক অথবা কুফরীর গুনাহ। তাই ব্যক্তি ও জাতিকে অন্ধ অনুসরণের মহাক্ষতি থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কুরআন ও হাদীসের সে তথ্যগুলো একটু গুছিয়ে পুস্তিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্পর্কে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে স্বনামধন্য চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো?

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে শুরু করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসুল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো–

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও লেখার জন্য কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসুল স.-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

আল কুরআনের সুরা আন-নিসার ৮০ নং ও আল গাশিয়ার ২১ থেকে ২৩ নং আয়াতের আলোকে বলা যায়– 'পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা কারও দায়িত্ব নয়।' কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে শুরু করি। বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা শুরু করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসুল আ. ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন– এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো– কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং আকল/Common sense/বিবেক। পুস্তিকাটি রচনায় এ তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য। আবার যথাযথ ব্যবহারের জন্য সবগুলো উৎসের নিম্নের দুটি দিক সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা থাকাও অপরিহার্য–

ক. উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি (উসূল/Principle)।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য উৎস তিনটিকে ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির উল্লিখিত দুটি দিকের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা–

ক. আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য ব্যবহার করার মূলনীতি (উসূল/Principle)

১. কুরআনকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

কোনো কিছু পরিচালনার নির্ভুল উৎস হলো যা তার সৃষ্টি বা প্রস্তুতকারী লিখে দেন। বর্তমানে একটি কোম্পানি কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সাথে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্পর্কিত একটা ম্যানুয়াল (বই/কিতাব) পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মৌলিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহর কাছ থেকে। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলি সম্পর্কিত কিতাব (Manual) সাথে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আল কুরআনের যে আয়াতটির মাধ্যমে এটি জানা যায় তা হলো–

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

আমরা বললাম, তোমরা সবাই এখান (জান্নাত) থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে (জীবন পরিচালনার) পথনির্দেশিকা

(কিতাব/Manual) যাবে, তখন যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাও থাকবে না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : ইবলিস শয়তানের তথ্যসন্ত্রাসের ধোঁকায় পড়ে আদম ও হাওয়া আ. জান্নাতে নিষিদ্ধ গাছের ফল খান। অতঃপর তাঁরা আল্লাহর কাছে তাওবা করেন। মহান আল্লাহ তাঁদের তাওবা কবুল করেন এবং জানিয়ে দেন যে, তাঁদেরকে কিছুকালের জন্য পৃথিবীতে যেতে হবে এবং শয়তানও তাঁদের সাথে থাকবে। আল্লাহর এ কথা শোনার পর ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাসের বিষয়ে জ্ঞান থাকা আদম ও হাওয়া আ.– তাঁদের অনাগত সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তখন মহান আল্লাহ আলোচ্য আয়াতটির মাধ্যমে তাঁদেরকে অভয় দেন।

আয়াতটির মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যুগে যুগে মহান আল্লাহর কাছ থেকে জীবন পরিচালনার কিতাব (Manual) পৃথিবীতে যাবে। আর মানুষের মধ্যে যারা সেই কিতাবের জ্ঞানার্জন করবে এবং তা অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করবে তাদের কোনো ভয় ও দুশ্চিন্তা থাকবে না। আল্লাহর প্রেরণ করা সেই কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন।

মহান আল্লাহর এটা নির্ধারণ করা ছিল যে, মুহাম্মাদ স.-এর পর আর কোনো রসুল দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, রসুল স. দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সময়ের আবর্তনে কমবেশি হওয়া প্রতিরোধের জন্য কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে লিখে ও মুখস্থ রাখার ব্যবস্থা মহান আল্লাহ রসুল স.-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে। আর কুরআন বোঝা সহজ কথাটি আল্লাহ কুরআনে বার বার উল্লেখ করে রেখেছেন (সুরা আল কমার/৫৪ : ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০)।

ব্যাবহারিক গ্রন্থের নির্ভুল জ্ঞানার্জনের কিছু মূলনীতি (উসূল/Principle) থাকে। ঐ মূলনীতির প্রত্যেকটি অনুসরণ করা গ্রন্থটির নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য অপরিহার্য। কুরআন থেকেও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ১০টি (আমাদের গবেষণা মতে) মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। মূলনীতিসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' কর্তৃক প্রকাশিত **'কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা'** (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতিগুলো হলো–

১. কুরআনে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই।
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।
৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।
৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/ Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।
৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।
৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।
৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।
১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে অন্য ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের বিভিন্ন অবস্থান–

অবস্থান-১
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ

সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীর গ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

২. সুন্নাহকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

বর্তমানে সকল কোম্পানি জটিল কোনো যন্ত্র তৈরি করে বাজারে ছাড়লে যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী পুস্তিকার (Manual) সাথে একজন প্রকৌশলীও পাঠায়। ঐ প্রকৌশলী যন্ত্রটি পরিচালনা করে ভোক্তাদের দেখিয়ে দেয়। কোম্পানি এমন প্রকৌশলী পাঠায় যে ম্যানুয়ালের নির্দেশনা অনুযায়ী যন্ত্রটি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে। ম্যানুয়ালে উল্লেখ থাকা বিষয়গুলো ভোক্তাদের বোঝাতে গিয়ে প্রকৌশলীকে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে ও কাজ করতে হয়। তবে তার কোনো কথা ও কাজ ম্যানুয়ালের তথ্যের বিরোধী হয় না। প্রকৌশলীর কথা ও কাজ যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতির বিষয় হলেও তা মূল বিষয় নয়। তা যন্ত্রটির ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়ের ব্যাখ্যা। আর প্রকৌশলী দেখিয়ে না দিলে শুধু ম্যানুয়াল পড়ে কারো পক্ষে জটিল যন্ত্র চালানো সম্ভব নয়।

এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে আকলের আলোকে সহজে বলা যায়– মানুষ মহান আল্লাহর সৃষ্টি করা সবচেয়ে জটিল সৃষ্টি। তাই মহান আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তার জীবন পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী ম্যানুয়ালের (কিতাব) সাথে, ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়গুলো বাস্তবে প্রয়োগ করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকেও (নবী-রসুল) পাঠাবেন– এটি স্বাভাবিক। মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ নবী-রসুলদেরকে মনোনীত করে পাঠিয়েছেন। তাই তারা সঠিকভাবে আল্লাহর কিতাবের বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়াও স্বাভাবিক। আর নবী-রসুলদেরকে আল্লাহর কিতাব বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখাতে গিয়ে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে হবে– এটিও স্বাভাবিক। তবে তিনি কিতাবের বিপরীত কোনো কথা বলেন না। অন্যদিকে নবী-রসুলদের কথা, কাজ ও অনুমোদন মূল বিষয় নয়, তা হবে আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা– এটি বুঝাও সহজ। তবে নবী-রসুলগণের নির্দেশনাও পালন করা অপরিহার্য। মুহাম্মাদ স. হলেন আল্লাহর মনোনীত ও প্রেরিত সর্বশেষ রসুল।

সুন্নাহ (নির্ভুল হাদীস) আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। তবে সুন্নাহকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের কিছু মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) বইটিতে। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতিসমূহ হলো–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।
৩. হাদীস সঠিক আকল (আকলে সালিম)-এর বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

৩. আকল/Common sense/বিবেককে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

মানবশরীরে উপকারী (সঠিক) বিষয় প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর বিষয় (রোগ-জীবাণু) প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন বিষয়টি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। এ ব্যবস্থা যে বিষয়টি ক্ষতিকর নয় সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তা ধ্বংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সারাক্ষণ রোগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানটিকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানবজীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানবজীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে। তাই, যুক্তির আলোকে সহজে বলা যায়– জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ, তা না হলে মানবজীবন শান্তিময় হবে না। জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়া ও সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো– বিবেক/বোধশক্তি/কাণ্ডজ্ঞান/Common sense/আকল (عَقْلٌ) বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া উৎস Common sense ব্যবহার করাও অপরিহার্য। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'ইসলামী জীবন বিধানে Common sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে।

Common sense-কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের দুটি মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। মূলনীতি দুটি অনুসরণ না করে উৎসটিকে ব্যবহার করলে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে। বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে ওপরে উল্লিখিত বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৬)। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতি দুটি হলো–

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত/সাধারণ জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।
২. Common sense-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

প্রতিটি উৎসের মূলনীতিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক

১. মূলনীতিগুলো একটি অপরটির সম্পূরক ভূমিকা পালন করে।
২. একটি সিদ্ধান্ত যত বেশি সংখ্যক মূলনীতি সমর্থিত হবে, সিদ্ধান্তটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের প্রবাহচিত্র

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতির জ্ঞানের সাথে সেগুলো ব্যবহারের প্রবাহচিত্রের জ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। প্রবাহচিত্রটি কুরআন ও সুন্নায় উল্লিখিত আছে। দুটি সত্য উদাহরণ সামনে থাকলে সে প্রবাহচিত্রটি সহজে বোঝা যায়। তবে উদাহরণ দুটিতে সরাসরি যাওয়ার আগে কুরআন সত্য উদাহরণকে কী ধরনের গুরুত্ব দিয়েছে সেটি সকলের জানা দরকার।

কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো কুরআন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ কুরআনের মূল বিষয়সমূহ নিজে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ঐ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহ আরবী গ্রামার নয়, বরং সত্য উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। আর বাস্তবে আল কুরআনের অধিকাংশ আয়াতই হলো উদাহরণের আয়াত। রসুল স.-ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরবী গ্রামার নয়, বরং সত্য উদাহরণ ব্যবহার

করেছেন। অন্যদিকে সুরা বাকারার ২৬ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআন বোঝার জন্য সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। আয়াতটির বক্তব্য ও ব্যাখ্যা নিম্নরূপ–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে। যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য (শিক্ষা)। আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান? (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৬)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণের সাহায্য নিতে কারও বিন্দুমাত্র লজ্জা করা উচিত নয়। অন্যকথায় কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সকলকে প্রাণিবিজ্ঞানের মাধ্যমে জন্মগতভাবে পাওয়া (বুনিয়াদি/ভিত্তি) জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করতে হবে।

'যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য' অংশের ব্যাখ্যা– যারা ঈমান এনেছে তারা নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে, প্রাণিবিজ্ঞানে আছে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, আল্লাহ ও কুরআনের বক্তব্যের প্রতি ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদির জন্য তাদের সৃষ্টি ও লালন-পালনকর্তার কাছ থেকে আসা নির্ভুল বৈজ্ঞানিক শিক্ষা। কুরআন সম্পর্কে সুরা বাকারার ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'এতে (কুরআনে) কোনো সন্দেহ নেই' এবং সুরা বাকারার ১৭৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'কুরআন সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী'। আর এ আয়াতাংশে প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে বলা হয়েছে 'আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা'। এ বক্তব্য থেকে অতি সহজে বোঝা যায়– কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বোঝার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে মহান আল্লাহ অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন।

'আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান?' অংশের ব্যাখ্যা– যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে উল্লিখিত কাজে ব্যবহার করাকে তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির ব্যক্তি।

'(অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন জানা/বোঝা/ব্যাখ্যা করতে প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী ব্যবহার না করার কারণে অনেকে পথভ্রষ্ট হয়। অন্যকথায় যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করেনি তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে না।

'আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন' অংশের ব্যাখ্যা– যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/ Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করেছে তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

'আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না' অংশের ব্যাখ্যা– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণ ব্যবহার করে কুরআন বুঝতে না পেরে পথভ্রষ্ট হয় শুধু গুনাহগার ব্যক্তিরা। অর্থাৎ সে ব্যক্তিরা যারা প্রাণিবিজ্ঞান না শিখে গুনাহগার হয়েছে।

পুরো আয়াতটিতে (সুরা আল বাকারা/২ : ২৬) কুরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণের (জ্ঞান) কল্যাণ ও গুরুত্ব যত ব্যাপক ও গভীরভাবে জানানো হয়েছে অন্য কোনো সৃষ্টির উদাহরণের ব্যাপারে তেমনটি হয়নি। এর কারণ হলো– মানুষও একটি প্রাণী। আর কুরআনের সকল আলোচনা মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই, অন্য উদাহরণের তুলনায় প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ (যার মধ্যে মানব শারীরবিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত) কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও বোঝানের জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

উদাহরণ বিষয়ে পরিপূরক তথ্য ধারণকারী অন্য আয়াত– সুরা বাকারা/২ : ২৬; আল কাহাফ/১৮ : ৫৪; ইব্রাহীম/১৪ : ২৪, ২৫; হুদ/১১ : ১২০; ইউসুফ/১২ : ১০৫; যুমার/৩৯ : ২৭ ইত্যাদি এবং সুরা নিসা/৪ : ৮২;

বাকারা/২: ১৭৬; হা-মিম-আস সাজদা/৪১ : ৩, ৫৩; দুখান/৪৪ : ৫৮; ক্বামার/৪৪ : ১৭; আশ্ শামস/৯১ : ৭-১০; আলাক/৯৬ : ১-৫ ইত্যাদি।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের দুটি সত্য উদাহরণ–
উদাহরণ-১

❑ চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রহণের (চিকিৎসা দেওয়ার) প্রবাহচিত্র

একজন চিকিৎসকের কাছে রোগী আসলে চিকিৎসক তাকে শেখানো চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকে একটি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দেয়। তারপর সে ল্যাবরেটরিতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাঠায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হলো রোগ নির্ণয়ের প্রমাণিত (নির্ভুল) জ্ঞান। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর চিকিৎসক রিপোর্টের সাথে তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে। যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্টও সেই রোগ বলে তবে চিকিৎসক তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যায়।

আর যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্ট সেটি ছাড়া অন্য রোগ বলে, তবে চিকিৎসক (সাধারণত) তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে বাদ দিয়ে রিপোর্টে আসা রোগকেই চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং সে অনুযায়ী নতুন চিকিৎসা শুরু করে।

তবে বাস্তবে দেখা যায়– চিকিৎসাবিদ্যার যথাযথ সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকের প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ও চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়। অল্পকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়– পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিধান হলো– প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা ও আরও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

রোগ নির্ণয় করার সময় চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র ও তরুণ চিকিৎসকদের একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। বিষয়টি হলো– পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই নিজে (প্রাথমিক) রোগ নির্ণয় করার পর। এর কারণ হলো–

১. পূর্ববর্তী চিকিৎসক কী রোগ নির্ণয় করেছে তা আগে দেখলে তিনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন বর্তমান চিকিৎসক সেই একই ভুল করতে পারেন।
২. বর্তমান চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উৎকর্ষিত হবে না। বরং অবদমিত হবে।
৩. সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

তাই, চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র হলো–

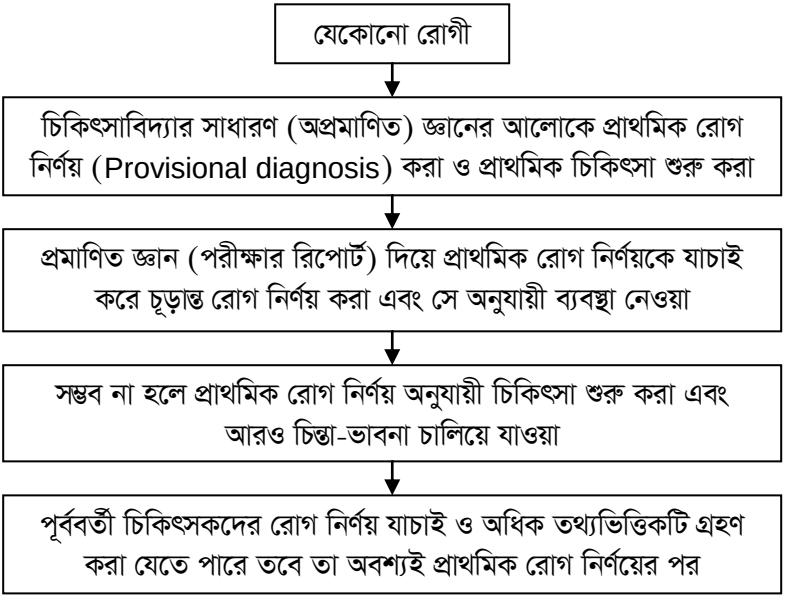

উদাহরণ-২

❑ **মালিক ও দারোয়ান মিলে বাড়িতে চোর ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র**

বাড়িতে পরিচিত মানুষ ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত মানুষ (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য সকল মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। মালিক অনুপস্থিত থাকলে কার সাথে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে (মালিকের মনোনীত ব্যক্তি) তা মালিক আগে থেকে দারোয়ানকে বলে দেন। মালিক, মালিকের মনোনীত ব্যক্তি ও নিয়োগ দেওয়া দারোয়ান মিলে বাড়িতে পরিচিত লোক ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত লোক (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো–

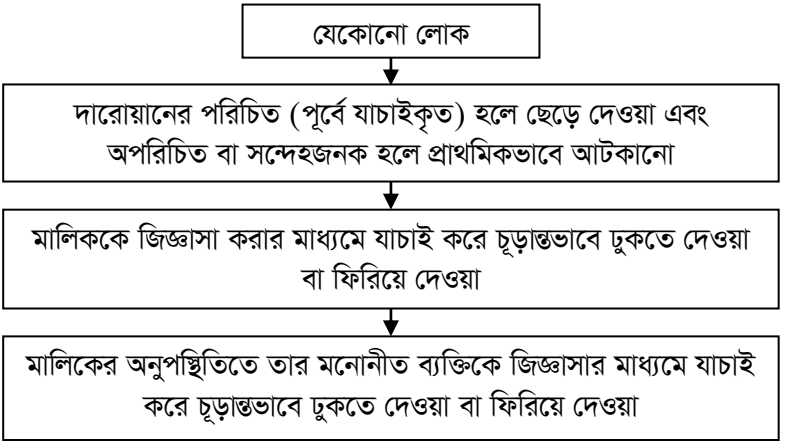

কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেকের মধ্যে পার্থক্য

ক. তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

- **কুরআন :** আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

খ. ব্যাবহারিক (Applied) পার্থক্য

১. মালিক ও দারোয়ান দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) :** মালিক এবং মূল ব্যাখ্যাকারী।
- **সুন্নাহ (রসুল স.) :** মালিকের অনুপস্থিতে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

২. মানদণ্ড ও বুনিয়াদ (ভিত্তি) দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন :** মানদণ্ড জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** কুরআনে অনুপস্থিতে মানদণ্ড জ্ঞান।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** বুনিয়াদি/ভিত্তি জ্ঞান।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow Chart)

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেক ব্যবহারের প্রবাহচিত্র মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নং আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা রা.-এর চরিত্র নিয়ে রটানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. প্রবাহচিত্রটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। প্রবাহচিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে। ওপরে বর্ণিত কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মধ্যকার পার্থক্য এবং উদাহরণ দুটি সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা আল্লাহ প্রদত্ত উৎস ৩টি ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি বোঝা মোটেই কঠিন নয়। প্রবাহচিত্রটি নিম্নরূপ–

যেকোনো বিষয়

↓

আকল/Common sense/বিবেক (আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ/অপ্রমাণিত জ্ঞান) বা বিজ্ঞানের (আকলের মাধ্যমে উদ্ভাবিত বিশেষ জ্ঞান) ভিত্তিতে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা** নেওয়া

↓

কুরআন (মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তের (আকল/Common sense/বিবেক বা বিজ্ঞানের রায়) ভিত্তিতে নেওয়া ব্যবস্থা ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া

↓

মনীষীদের **ইজমা-কিয়াস** দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে যাচাই-বাছাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে

বিজ্ঞান

'বিজ্ঞান' হলো মানবজীবনের কোনো দিকের বিশেষ তথা উৎকর্ষিত জ্ঞান। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের ব্যাপক ভূমিকা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন, একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন, আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense-এর এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি সঠিক হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য অভিন্ন হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ....

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলি দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য) সত্য। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক

অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অভিন্ন হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষীর সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকধারী ব্যক্তি।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন উৎকর্ষিত Common sense সম্পন্ন তথা প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী ব্যক্তির উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া গবেষণার ফল।

আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানবসভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সাথে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

কিয়াস ও ইজমা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য–

কুরআন

..... فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অতঃপর তোমরা যদি না জানো তবে (কিতাবের) বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো ... ...

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৩, সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও আয়াতটির শিক্ষা সকলের জন্য প্রযোজ্য। জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। আর ইজমা বা কিয়াস হলো, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের (মনীষী/আকাবির) গবেষণার ফল/সিদ্ধান্ত।

আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ হলো– ইজমা/কিয়াস দেখতে হবে একটি বিষয় নিজে জানা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর। অবশ্যই আগে নয়। **অন্যদিকে** বিশেষজ্ঞদের মতামত (ইজমা ও কিয়াস) অন্ধভাবে মেনে নেওয়া যাবে না। এটি করলে শিরক বা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে। শিরক হবে যদি কোনো বিশেষজ্ঞের সকল সিদ্ধান্ত নির্ভুল মনে করে মেনে নেওয়া হয়। কারণ, নির্ভুলতা শুধু মহান আল্লাহর গুণ। আর কুফরী হবে যদি নিজে ইসলামের কিছুই জানি না বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নেওয়া হয়। কারণ, যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে। তাই আমি ইসলামের কিছুই জানি না বললে আল্লাহর দেওয়া একটি বড়ো নিয়ামতকে অস্বীকার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।

হাদীস

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ..... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتِ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمُ الْكُتُبَ بَعْضَهَا

بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসুলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিল। আর আমরা তাঁদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাঁদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাঁদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এই কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন/রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। **তাই এতে (কুরআন) থাকা যে সকল বিষয়ে তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর 'আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense/বিবেকের বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশে রসুল স. বলেছেন– কুরআনের যে সকল বক্তব্য মু'মিনরা নিজেদের Common sense দিয়ে বুঝতে পারে তার ওপর 'আমল করতে। আর যা তাদের Common sense-এর বুঝের বাইরে তা ঐ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দিতে তথা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতে।
তাই কুরআন ও হাদীস থেকে মুসলিমদের সামগ্রিক শিক্ষা হলো–

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।
২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।
৩. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবির) থেকে সেটি জেনে নিতে হবে বা তাদের লেখা বই পড়ে তা জানতে হবে।
৪. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের থেকে সেটি জানা বা তাদের লেখা বই পড়ার প্রয়োজন নেই।
৫. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।
৬. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রেফারেন্স।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

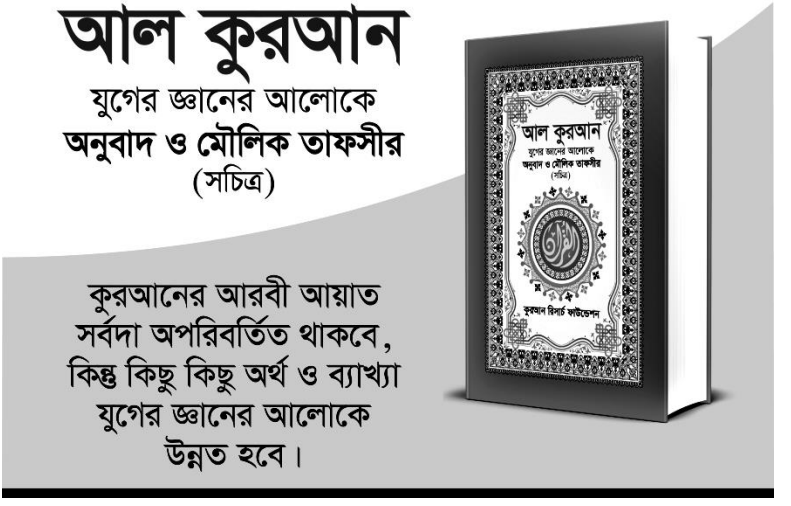

মূল বিষয়

বর্তমান মুসলিমসমাজে ইসলামের বিষয়ে অন্ধ অনুসরণ ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। অন্ধ অনুসরণের ফলে যারা ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হন তারা নানারকম তত্ত্ব বা তথ্যের আলোকে অন্ধ অনুসরণ ইসলামে বৈধ বলে প্রচার করে থাকেন। আবার কেউ কেউ কল্যাণকর মনে করেই এটিকে বৈধ বলে মতপ্রকাশ করে থাকেন। আমাদের সমাজে প্রচলিত একটি খনার বচন হলো– 'নিজ বুদ্ধিতে ফকির হওয়াও ভালো'। বচনটির উদ্দেশ্য অন্ধ অনুসরণকে নিরুৎসাহিত করা তা বোঝা কঠিন নয়। মুসলিম সমাজের বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করলে এবং সামান্য অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলে সহজে বোঝা যায় যে– অন্ধ অনুসরণ মুসলিমজাতির ব্যাপক ক্ষতি করছে। তাই মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ এটিকে কীভাবে বৈধ বা কল্যাণকর ভেবে মেনে নিলো তা চিন্তা করে অবাক হতে হয়।

বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হলো– অন্ধ অনুসরণের ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর তথ্যগুলো একটু গুছিয়ে জাতির সামনে তুলে ধরা। তথ্যগুলো দেখার পর সাধারণ মেধার যেকোনো ব্যক্তির পক্ষে অন্ধ অনুসরণের ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য কী তা বোঝা মোটেই কঠিন হবে না। ফলস্বরূপ আশা করা যায়, পৃথিবীর এককালের শ্রেষ্ঠ জাতি অন্ধ অনুসরণের বিধ্বংসী কুফল থেকে মুক্ত হয়ে দুনিয়াতে তাদের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করতে এবং আখিরাতে সফল হতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

অন্ধ অনুসরণের সংজ্ঞা

অন্যের কথা, বক্তব্য, বাণী, অর্থ বা ব্যাখ্যা যাচাই-বাছাই ছাড়া মেনে নেওয়া ও অনুসরণ করাকে অন্ধ অনুসরণ (তাকলীদ) বলে।

বিশ্ববিখ্যাত উসূলবিদ জামালুদ্দীন ইবনুল হাযিব রহ. ও অন্যান্য আলিমগণের মতে অন্ধ অনুসরণের (তাকলীদ) সংজ্ঞা–

التقليد إنما هو العمل بقول الغير من غير حجة.

কোনো প্রকার দলিল-প্রমাণ ছাড়া অপরের কথা মতো আমল করাই হলো তাকলীদ।[১]

অন্ধ অনুসরণের ব্যাপকতা

বর্তমান মুসলিম সমাজে অন্ধ অনুসরণের বিস্তৃতি ব্যাপক। আধুনিক যুগে ইসলামের ব্যাপারে অন্ধ অনুসরণ চালু আছে নিম্নবর্ণিত বিভাগের মানুষদের মধ্যে–

- নিরক্ষর ব্যক্তি।
- সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি।
- মাদ্রাসা শিক্ষিত ব্যক্তি।

আর মৃত বা জীবিত যে সকল ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ করা হয়–

১. অতীত ও বর্তমানের ইসলামী মনীষী।
২. ইসলামী শিক্ষায় (মাদ্রাসা) শিক্ষিত ব্যক্তি।
৩. পীর।
৪. মুরুব্বি বা আকাবির।

অন্ধ অনুসরণের এই নিম্নগতি থামাতে না পারলে এটি কোথায় গিয়ে থামবে তা মহান আল্লাহই শুধু জানেন।

---

১. আমীর বাদশাহ, মুহাম্মাদ আমীন, *তাইসীরুত তাহরীর* বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি., খ. ৪, পৃ. ৩৫৬

অন্ধ অনুসরণের পক্ষে প্রচারিত যুক্তি

যুক্তি-১

❑ **অজ্ঞতা তত্ত্ব**

'অজ্ঞতা তত্ত্ব' হলো– যার ইসলামের জ্ঞান নেই তার জন্য অন্যের অন্ধ অনুসরণ দোষের নয় বরং উপকারী। এ তত্ত্বটি অন্ধ অনুসরণ ব্যাপকভাবে চালু হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে। এ তত্ত্বের অনুসারীগণ মুসলিমসমাজে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান।

যুক্তি-২

❑ **পণ্ডিত (আকাবির) তত্ত্ব**

'পণ্ডিত (আকাবির) তত্ত্ব' হলো– ইসলামের পণ্ডিত তথা গভীর জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ইসলামের ব্যাপারে ভুল কথা বলে না। তাই তাদের অন্ধ অনুসরণ করা দোষের নয়। এ তত্ত্বটি মুসলিমসমাজে এতটা প্রভাব বিস্তার করেছে যে, 'আলিম' বলে পরিচিত ব্যক্তির কাছে যদি প্রচলিত ধারণার বিপরীতে কুরআন ও হাদীসের সরাসরি দলিলও উপস্থাপন করা হয় তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে উত্তর পাওয়া যাবে তা হলো–

- আমাদের পূর্বপুরুষগণ (আকাবিরগণ) কি বিষয়টি বুঝতে পারেননি?
- অমুক 'বড়ো আলিম' যদি বিষয়টি মেনে নেয়, তবে আমি তা মেনে নেব।

অন্ধ অনুসরণের পক্ষে প্রচারিত কুরআনের দলিল

অন্ধ অনুসরণের পক্ষে আল কুরআনের যে সকল দলিল উপস্থাপন করা হয় তা হলো–

দলিল-১

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۫ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۫ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

রসুল তার রবের পক্ষ থেকে তার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছে এবং মু'মিনরাও। প্রত্যেকেই আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও রসুলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। (তারা বলে) আমরা (বিশ্বাস করার দৃষ্টিকোণ থেকে) রসুলগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। আর তারা বলে আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আর আপনারই দিকে (চূড়ান্ত) গন্তব্যস্থল।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৮৫)

দলিল-২

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

মু'মিনদের উক্তি এই, যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসুলের দিকে আহবান করা হয় তখন তারা বলে– আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম। আর তারাই সফল।

(সুরা আন নূর/২৪ : ৫১)

দলিল-৩

... ... وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ ...

... ... কিন্তু তারা যদি বলতো– আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম এবং শোনো ও তুমি আমাদের প্রতি লক্ষ করো, তাহলে তা তাদের জন্য ভালো ও সঠিক হতো।... ... ...

(সুরা আন নিসা/৪ : ৪৬)

দলিল-৪

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ... ...

সুতরাং তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহ-সচেতন হও এবং শ্রবণ করো ও আনুগত্য করো এবং (আল্লাহর পথে) ব্যয় করো, (এ ব্যয়) তোমাদের নিজেদের জন্যই কল্যাণকর।

(সুরা আত তাগাবুন/৬৪ : ১৬)

আয়াতগুলোর প্রচলিত অসতর্ক ব্যাখ্যা

আয়াতগুলোর 'শোনা ও মেনে নেওয়া' বা 'শুনলাম ও মেনে নিলাম' অংশটুকুকে অন্ধ অনুসরণের সমর্থনকারীরা ইসলামে অন্ধ অনুসরণ বৈধ হওয়ার পক্ষে কুরআনের দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে থাকে। তারা বলে, কুরআনের আয়াতে আল্লাহ তথা কুরআন ও রসুল তথা সুন্নাহ (হাদীস) শোনার সাথে সাথে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে তথা অন্ধভাবে অনুসরণ করতে বলেছেন। তাই অন্ধ অনুসরণ কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বৈধ। কিন্তু এটি আয়াতগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা নয়। এগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা পরে উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

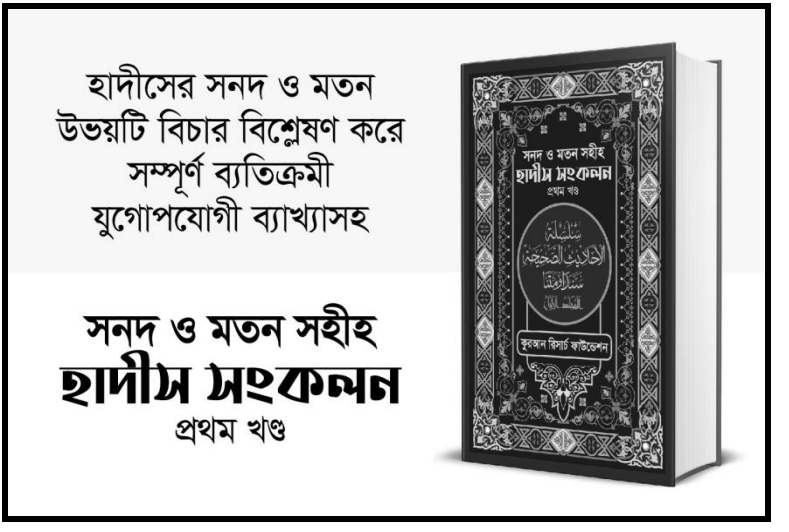

অন্ধ অনুসরণের অজ্ঞতা ও পণ্ডিত তত্ত্বের পক্ষে প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের তথ্য

অনুসরণের অজ্ঞতা ও পণ্ডিত তত্ত্বের পক্ষে প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের কিছু তথ্য ও ও তার পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হলো–

তথ্য-১

"৭ম স্তরের (ইমাম বুখারী রহ., আওযায়ী রহ., সাওরী রহ. প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের চেয়ে নিম্নমানের) আলেমগণের কোনো মাসয়ালার মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা নাই। ভালো-মন্দের পার্থক্য করার মতো যোগ্যতা তাদের নাই। তাহারা শুধু মাসয়ালা শিক্ষা করিয়া থাকেন। (কুরআন, হাদীস গবেষণা করে) ফতোয়া (সিদ্ধান্ত) দেওয়া তাদের জন্য জায়েয নাই। তাহারা শুধু (প্রচলিত ফিকাহশাস্ত্র মুখস্থ করে) ইতিহাসের মতো মাসয়ালা বর্ণনা করিতে পারিবেন।"
(হেদায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশের পুনর্মুদ্রণ, মে ২০০৫, পৃষ্ঠা-৫২। ফাজিল ক্লাসের পাঠ্য বই এবং মুসলিম ব্যক্তিগত আইন, পৃষ্ঠা-২৩)

ব্যাখ্যা : এ তথ্যের শিক্ষা হলো– ইমাম বুখারী রহ., আওযায়ী রহ., সাওরী রহ. প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের চেয়ে নিম্নমানের আলিমগণের কুরআন ও হাদীস বোঝা, ব্যাখ্যা ও গবেষণা করার যোগ্যতা নেই। তাই তাদের কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার অনুমতি নেই। তারা শুধু প্রচলিত ফিক্‌হশাস্ত্রের তথ্য/মাসয়ালা ইতিহাসের মতো তথা হুবহু মুখস্থ করে বর্ণনা করতে পারবে।

ইমাম বুখারী রহ., আওযায়ী রহ., সাওরী রহ. প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ হলেন ইসলামের বিশেষ জ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ, পণ্ডিত বা আকাবির ব্যক্তি। তাই তাদের পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আগত কোনো ব্যক্তি নিজেকে ঐ ব্যক্তিদের সমান বা বেশি ইসলাম জানেন এ কথা বলার সাহস পাবে না। আর কেউ দাবি করলেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

তাই এ তথ্যের শিক্ষা হলো– ইমাম বুখারী রহ., আওযায়ী রহ., সাওরী রহ. প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের পূর্বের ইসলামের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ কুরআন ও

হাদীস গবেষণা করে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত (ফতোয়া) দিয়ে গিয়েছেন পরের যুগের আলিম ও সাধারণ মানুষদের কিয়ামত পর্যন্ত তা হুবহু মুখস্থ এবং অন্ধভাবে অনুসরণ করতে হবে ।

তথ্য-২

"১ম ও ২য় যুগের মুজতাহিদগণ (গবেষকগণ) এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিকাহশাস্ত্র দান করিয়া গিয়াছেন যাহাতে মানবজীবনের প্রত্যেকটি সমস্যারই সমাধান রহিয়াছে। ... ... অতএব এখন ইজতিহাদ (গবেষণা) করার অর্থ জ্ঞাত বিষয়কে জানার চেষ্টা করিয়া সময় ও শক্তির অপচয় ব্যতীত অন্যকিছু হইবে না।"

(হেদায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশের পুণর্মুদ্রণ, মে ২০০৫, পৃষ্ঠা-৫২, কওমী এবং আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই)

ব্যাখ্যা : এ তথ্যের শিক্ষা হলো– তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী বা তাবে-তাবে-তাবেয়ী যুগের ইসলামের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ কুরআন-হাদীস গবেষণা করে মানবজীবনের প্রত্যেকটি সমস্যার বিষয়ে সিদ্ধান্ত (ফতোয়া) দিয়ে গিয়েছেন এবং তা প্রচলিত ফিক্‌হশাস্ত্রে উল্লেখ আছে। তাই তাদের পরে আসা মানুষদের কুরআন ও হাদীস নিয়ে গবেষণা করা সময় ও শক্তির অপচয় তথা বড়ো গুনাহর কাজ। অর্থাৎ ঐ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের পরে আসা মানুষদের প্রচলিত ফিক্‌হশাস্ত্রের মাসয়ালার অন্ধ অনুসরণ করতে হবে কিয়ামত পর্যন্ত।

তথ্য-৩

"৪র্থ ও ৫ম যুগের (হিজরী সপ্তম শতকের পূর্বের) ফকীহগণ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিকাহশাস্ত্র বা ইসলামী আইনশাস্ত্র তৈরি করে গিয়েছেন যাতে মানবজীবনের প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান রয়েছে। সে সব কিতাবে এমন খুঁটি-নাটি বিষয়েরও সমাধান রয়েছে যা এখনও অলীক এবং কল্পনা বলে মনে হয়। কিন্তু কালের বিবর্তনে হয়তো কোনো সময়ে সে সব সমস্যারও উদ্ভব হবে। তখন সেগুলোর সমাধান ঐ পুরাতন কিতাবসমূহেই পাওয়া যাবে। নতুন ইজতিহাদের (গবেষণা) প্রয়োজন হবে না। অতএব এখন ইজতিহাদ (গবেষণা) করার অর্থ হলো জ্ঞাত বিষয়কে জানার জন্য অযথা চেষ্টা করে সময় ও শক্তির অপচয় করা।

হ্যাঁ, যদি এমন কোনো সমস্যার উদ্ভব হয় যার সমাধানের উপলক্ষ্য সে যুগের কিতাবসমূহে নেই তবে অবশ্যই ইজতিহাদ (গবেষণা) করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে ইজতিহাদের দ্বার চিরকালই খোলা আছে এবং থাকবে। এতে কারো কোনো মতভেদ নেই'।

(ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ- ১ম প্রকাশ জুন ২০০৪, পৃষ্ঠা-৭৯, প্রকাশক- ড. আ. ন. ম. আবদুর রহমান, পরিচালক, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

লেখকমণ্ডলী

১. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরীদী।
২. মাওলানা এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম।
৩. ড. মাওলানা মহফুজুর রহমান।
৪. মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম।
৫. মাওলানা মুহাম্মাদ মুসা।
৬. মাওলানা যাইনুল আবেদীন।
৭. মাওলানা কাজী আবু হোরয়া।
৮. ড. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল হক।
৯. ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ।
১০. মোঃ এবদুল্লাহ।

সম্পাদকমণ্ডলী

১. মাওলানা মুহিউদ্দিন খান।
২. মাওলানা যাইনুল আবেদীন।
৩. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরীদী।
৪. মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম।
৫. মাওলানা মুহাম্মাদ আবু সুফিয়ান যাকী।

ব্যাখ্যা : এ তথ্যের বক্তব্য হলো– পূর্বের যুগের ইসলামী মনীষীগণ কুরআন ও হাদীস গবেষণা করে মানবজীবনের প্রায় সকল বিষয়ে ইসলামের সমাধান দিয়ে গিয়েছেন এবং তা প্রচলিত ফিক্‌হশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। তাই প্রচলিত ফিক্‌হ-শাস্ত্রে উল্লিখিত বিষয়ে (Setteled Issue) নতুন করে কুরআন ও হাদীস গবেষণা করতে যাওয়া, জ্ঞাত বিষয়কে জানার জন্য অযথা চেষ্টা করা এবং সময় ও শক্তির অপচয় করার সমতুল্য কাজ তথা বড়ো গুনাহর কাজ। অর্থাৎ প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের মাসয়ালার অন্ধ অনুসরণ করতে হবে কিয়ামত পর্যন্ত।

সম্মিলিত শিক্ষা : প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থ সমস্ত মুসলিমবিশ্বে ইসলামী শিক্ষার সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ প্রচলিত ইসলামী শিক্ষার প্রতিটি ছাত্রকে উল্লিখিত তথ্যগুলোসহ এ ধরনের অনেক তথ্য পড়তে হয় ও পরীক্ষায় লিখে পাশ করতে হয়। তাই, অন্ধ অনুসরণ প্রচলিত ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিদ্যমান।

অন্ধ অনুসরণের ক্ষতি

অন্ধ অনুসরণের মাধ্যমে দুইভাবে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়–

১. অন্যের ভুলে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া

পণ্ডিত ব্যক্তিসহ কোনো মানুষই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তাই অন্যের অন্ধ অনুসরণ করলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বিষয়টি বোঝার জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি উদাহরণ খুবই সহায়ক। চিকিৎসাবিজ্ঞানে কোনো রোগীর রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করার সময় আগের চিকিৎসক কী রোগ নির্ণয় করেছে তা বর্তমান চিকিৎসকের দেখা নিষেধ। এর কারণ হলো– আগের চিকিৎসক কোনো ভুল করে থাকলে তার মাধ্যমে বর্তমান চিকিৎসকের প্রভাবিত হওয়া এবং ভুল করার সম্ভাবনা থাকে। তাই নিয়ম হলো– বর্তমান চিকিৎসক তার জ্ঞানের আলোকে প্রাথমিকভাবে রোগ নির্ণয় করবেন। তারপর সে আগের চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র পর্যালোচনা করতে পারেন। এটি বর্তমান চিকিৎসার মান উন্নয়নে সহায়ক হয়।

২. ভুল তথ্য চালু থাকা সম্ভব হওয়া

অন্ধ অনুসরণ চালু থাকলে প্রকৃত মনীষীদের অনিচ্ছাকৃত ভুল এবং গোয়েন্দা মনীষীদের ইচ্ছাকৃত ভুল সমাজে চলতে থাকে। এর ফলে বছরের পর বছর বা যুগের পর যুগ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে।

অন্ধ অনুসরণের বৈধতা : সামগ্রিক পর্যালোচনা

এখন অন্ধ অনুসরণের বৈধতার বিষয়টি সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করা হবে। এ পর্যালোচনায় যদি প্রমাণিত হয় ইসলামে অন্ধ অনুসরণ সামগ্রিকভাবে নিষিদ্ধ তবে প্রমাণিত হবে যে– অজ্ঞতা তত্ত্ব, পণ্ডিত তত্ত্ব ইত্যাদি কোনো দৃষ্টিকোণ থেকেই অন্ধ অনুসরণ সঠিক নয়।

যুক্তি

যুক্তি-১

মানুষের জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের জন্য কোনটি উপকারী (সঠিক) এবং কোনটি ক্ষতিকর (ভুল বা রোগসৃষ্টিকারী) তা পার্থক্য করতে পারা এবং উপকারী জিনিস শরীরে ঢুকতে দেওয়া ও ক্ষতিকর জিনিস ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological System) নামের মহাকল্যাণকর এক দারোয়ান আল্লাহ সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন।

মানুষের জীবন শান্তিময় করার জন্য সঠিক জ্ঞান ও ভুল জ্ঞান পার্থক্য করতে পারা এবং জ্ঞানের রাজ্যে সঠিক জ্ঞান ঢুকতে দেওয়া ও ভুল জ্ঞান ঢোকা প্রতিরোধ করতে পারার বিষয়টিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নামের মহাকল্যাণকর এক দারোয়ান সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই সহজে বলা যায়– সঠিক জ্ঞান ও ভুল জ্ঞান পার্থক্য করতে পারা এবং জ্ঞানের রাজ্যে সঠিক জ্ঞান ঢুকতে দেওয়া ও ভুল জ্ঞান ঢোকা প্রতিরোধ করতে পারার জন্য কোনো এক ব্যবস্থা তথা দারোয়ান জন্মগতভাবে সকল মানুষকে মহান আল্লাহর দেওয়ার কথা। বাস্তবে আল্লাহ তা'য়ালা সকল মানুষকে তা দিয়েছেনও। সে দারোয়ান হলো বোধশক্তি/Common sense/عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

জন্মগতভাবে পাওয়া রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নামক দারোয়ান অবদমিত হলে বা কাজ না করলে মানুষের জীবন মহা অশান্তিময় হয়। এর উদাহরণ হলো– AIDS। এ রোগে জন্মগতভাবে পাওয়া রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা নামক দারোয়ান

অবদমিত হয়। তাই যে সব জীবাণু সাধারণ অবস্থায় রোগ সৃষ্টি করতে পারে না সেগুলোও রোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় এবং ঐ সব রোগে মানুষ মারা যায়। তাই জ্ঞানের রাজ্যে ভুল প্রতিরোধ করার জন্মগতভাবে পাওয়া দারোয়ান Common sense-কে অবদমিত করলে বা কাজে না লাগালে ছোটো শয়তানরাও ধোঁকা দিয়ে (তথ্যসন্ত্রাস করে) জ্ঞানের মধ্যে ভুল ঢুকিয়ে জ্ঞানকে লন্ডভন্ড করে দিতে সক্ষম হয়। তাই মানুষের জীবন চরম অশান্তিময় হয়।

অন্ধ অনুসরণ করা ব্যক্তি হলো– জ্ঞানের মধ্যে ভুল ঢোকানো প্রতিরোধ করার জন্য জন্মগতভাবে পাওয়া দারোয়ান আকল/Common sense/বিবেককে কাজে না লাগানো ব্যক্তি। বর্তমান মুসলিমজাতি Common sense-কে শুধু অবদমিত করেনি জ্ঞানের উৎস থেকে বাদ দিয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান মুসলিমজাতি জ্ঞানের কঠিনতম AIDS রোগে আক্রান্ত হওয়া জাতি। তাই মুসলিমজাতির জ্ঞান আজ চরমভাবে লন্ডভন্ড। আর এটিই বিশ্বদরবারে তাদের বর্তমান অবস্থার মূল কারণ। তাই আলোচ্য যুক্তির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– ইসলামে অন্ধ অনুসরণ সামগ্রিকভাবে নিষিদ্ধ।

যুক্তি-২

চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞান হচ্ছে এমন জ্ঞান, যার ভুলে সরাসরি মানুষের জীবন চলে যায় বা মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই চিকিৎসাবিদ্যার জ্ঞানে ভুল এড়ানোর জন্য কোনো একটি চিকিৎসাপদ্ধতি বা ঔষধ বাজারে ছাড়ার আগে Laboratory test, Animal test ইত্যাদি নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। চিকিৎসাবিদ্যার অনেক বিষয়ের মধ্যে নিকট অতীত এবং বর্তমানের কয়েকটি উদাহরণ–

১. ২০-২৫ বছর আগেও ব্যাপক প্রচলিত একটি তথ্য ছিল– Big surgeon big incision। অর্থাৎ যে যত বড়ো সার্জন হবে সে তত বড়ো করে কাটবে। কারণ, সে জানে শরীরের কোথায় কী আছে। তাই সে কাটতে ভয় পাবে না। কিন্তু ছোটো করে কেটে তথা ছিদ্র করে অপারেশন করার নানাবিধ সুফল জানার পর বর্তমানে যে তথ্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা হলো– Big surgeon small incision। অর্থাৎ যে যত বড়ো সার্জন হবে সে তত ছোটো করে কাটবে। কারণ, বড়ো করে কাটা থেকে ছিদ্র আকারে কাটার সুবিধা বা কল্যাণ অনেক অনেক বেশি।

২. আগে পেটের বড়ো অপরেশনের পরে সকল রোগীকে মোটামুটি শক্ত করে পেটে বেল্ট (Binder) বেঁধে রাখতে বলা হতো। কিন্তু বর্তমানে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, অপারেশনের পর পেটে বেল্ট

(Binder) বাঁধলে ক্ষত জোড়া লাগা বিলম্বিত হয়। তাই বর্তমানে বিশেষ প্রয়োজন না হলে পেটের অপারেশনের পর বেল্ট বাঁধতে বলা হয় না।

৩. অনেক ঔষধ কল্যাণকর দেখে বাজারে ছাড়া হয়েছে, কিন্তু পরে তার ক্ষতির দিকটি বেশি প্রমাণিত হওয়ায় সেটি আবার বাজার থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।

ব্যাপক সতর্কতা অবলম্বনের পরও চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয়ে এ ধরনের ভুল হওয়ার কারণ হলো মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্যগুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই, জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে কুরআন ও সুন্নাহর কিছু বক্তব্য বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে মানুষের ভুল হতে পারে। সে মানুষ যত যোগ্যতাসম্পন্নই হোক না কেন! তাই চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদাহরণ অনুযায়ী কুরআন ও সুন্নাহর বিষয়ে কোনো মানুষকে নির্ভুল মনে করে তার অন্ধ অনুসরণ করা বৈধ নয়।

যুক্তি-৩

মানুষের বানানো একটি খনার বচন হলো– নিজ বুদ্ধিতে ফকির হওয়াও ভালো। আর এটির যুক্তি হলো– নিজের বুদ্ধিতে কাজ করলে ক্ষতি হবে শুধু নিজের অনিচ্ছাকৃত ভুলে। কিন্তু অন্যের বুদ্ধিতে কাজ করলে ক্ষতি হতে পারে অন্যের অনিচ্ছাকৃত বা ইচ্ছাকৃত উভয় ভুলে। অন্ধ অনুসরণ হলো নিজের জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে না লাগানো। তাই এ খনার বচনের ভিত্তিতেও বলা যায়– ইসলামে অন্ধ অনুসরণ সামগ্রিকভাবে নিষিদ্ধ।

♣♣ তাহলে ২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (Flow chart) অনুযায়ী এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– সামগ্রিকভাবে অন্ধ অনুসরণ নিষিদ্ধ।

আল কুরআন

তথ্য-১.১

..... وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا... ... ...

আর আমরা রসুল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেই না।

(সুরা বনী ইসরাঈল/১৭ : ১৫)

তথ্য-১.২

وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ.

আর আমরা এমন কোনো জনপদ ধ্বংস করিনি যার জন্য সতর্ককারী ছিল না।
(সুরা আশ শু'আরা/২৬ : ২০৮)

তথ্য-১.৩

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ.

এটি এজন্য যে, তোমার রব কোনো জনপদকে (তার আদেশ) অনবহিত/বে-খবর থাকা অবস্থায় ধ্বংস করার মতো জুলুমের কাজ করেন না।
(সুরা আল আন'আম/৬ : ১৩১)

সম্মিলিত শিক্ষা : আয়াত ৩টি থেকে জানা যায়– যে ব্যক্তি কোনোভাবেই ইসলাম জানতে পারেনি তাকে ইসলাম পালন না করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা শাস্তি দেবেন না। অন্যদিকে–

- মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা ও বড়ো হওয়া ব্যক্তিদের কুরআন ও হাদীস পড়ে বা বাবা, মা, ভাই, বোনের কাছ থেকে ইসলাম সঠিকভাবে জানা সহজ।
- অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা ও বড়ো হওয়া ব্যক্তিদের কুরআন ও হাদীস পড়ে বা বাবা, মা, ভাই, বোনের কাছ থেকে ইসলাম সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয়।
- মানুষ নিজ ইচ্ছায় মুসলিম বা অমুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে না। মহান আল্লাহই মানুষকে মুসলিম বা অমুসলিম পরিবারে পাঠায়।
- পরকালের মুসলিম ও অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা সকল মানুষের বিচার হবে এবং সে বিচার হবে সর্বোৎকৃষ্ট ন্যায়বিচার।

তাই আলোচ্য তথ্য তিনটির ভিত্তিতে বলা যায়– মুসলিম ও অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা সকল মানুষের জন্য লেখা-পড়া ছাড়া ইসলাম জানার কোনো একটি ব্যবস্থা মহান আল্লাহ অবশ্যই করেছেন। সে ব্যবস্থা কী তা পরের তথ্যগুলো থেকে জানা যাবে ইনশাআল্লাহ।

তথ্য-২.১

وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْۤ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى ۛۚ شَهِدْنَا ۛۚ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ.

আর যখন তোমার রব আদম সন্তানের যুহুর থেকে তাদের বংশধরদের বের করলেন এবং তাদেরকে (মানুষকে) নিজেদের ওপর সাক্ষী রেখে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন– আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বললো– অবশ্যই। (আর) আমরা সাক্ষী রইলাম। (এ অঙ্গীকার নেওয়া) এজন্য যে, তোমরা যেন

কিয়ামতের দিন না বলতে পারো, নিশ্চয় আমরা এ (রুবুবিয়াত) বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম (তাই রুবুবিয়াত বিরোধী বিভিন্ন কাজ/গুনাহ করেছি)।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ১৭২)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'তাদেরকে (মানুষকে) নিজেদের ওপর সাক্ষী রেখে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন– আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বললো, অবশ্যই' অংশের ব্যাখ্যা– আয়াতাংশটি থেকে জানা যায়– মহান আল্লাহ সকল মানবরূহের কাছে তাঁকে রব হিসেবে মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার চেয়েছেন এবং সকল মানবরূহ স্বেচ্ছায় সে অঙ্গীকার দিয়েছে।

'(এ অঙ্গীকার নেওয়া) এজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বলতে পারো, নিশ্চয় আমরা এ (রুবুবিয়াত) বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম' অংশের ব্যাখ্যা– আয়াতাংশের 'তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বলতে পারো' কথাটির ভিত্তিতে বলা যায়– রব হিসেবে মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার চাওয়ার সময় আল্লাহ রুবুবিয়াত বিষয়ে এমন কিছু তথ্য জানিয়েছেন যেন কিয়ামতের দিন মানুষ বলতে না পারে রুবুবিয়াত কী সেটি তাদের জানা ছিল না। তাই তারা দুনিয়ায় রুবুবিয়াত বিরোধী কাজ (কবীরা গুনাহ) করেছে। কেননা, জানতে না পারার জন্য কেউ অপরাধ করলে তাকে শাস্তি দেওয়া ন্যায়বিচার বিরোধী।

আয়াতাংশের মাধ্যমে সকল মানবরূহ থেকে আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার গ্রহণ করার কারণ প্রত্যক্ষভাবে এবং বিষয় পরোক্ষভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণটি হলো– মানুষ যেন কিয়ামতের দিন বলতে না পারে তারা রব তথা রুবুবিয়াত বিষয়ে অজ্ঞ ছিল। আর অঙ্গীকারের বিষয় কী ছিল তা কুরআন তাফসীরের নীতিমালা অনুসরণ করে জানা যায় নিম্নোক্তভাবে–

রুবুবিয়াত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এতে অন্তর্ভুক্ত আছে– আল্লাহর সত্তা, গুণাগুণ, হক ও ইখতিয়ার (সাধারণ ক্ষমতা ও আইন বানানোর ক্ষমতা) ধরনের সকল তাওহিদ (একত্ববাদ), আল্লাহর দেওয়া সকল আদেশ-নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য। প্রশ্ন হলো– ঐ সময়ে সকল মানবরূহকে রুবুবিয়াতের সব বিষয় জানানোর পর অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছিল কি না?

প্রশ্নটির উত্তর জানা যায় ৩টি আয়াতের বক্তব্য থেকে–

১. **সুরা আলাকের ৫ নং আয়াত :** (কুরআনের মাধ্যমে) এমন বিষয় শেখানো হয়েছে যা মানুষ আগে (রূহের জগতে ও জন্মগতভাবে)

জানে না।

২. **সুরা বাকারার ১৫১ নং আয়াতের শেষের অংশ :** (রসুলগণ) তোমাদেরকে (এমন বিষয়) শিক্ষা দেয় যা তোমরা আগে (রূহের জগতে ও জন্মগতভাবে) জানতে না।

৩. **সুরা বাকারার ৩৮ নং আয়াত :** এরপর আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে (যুগে যুগে) পথনির্দেশিকা (কিতাব) যাবে, যারা আমার সে পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণও থাকবে না।

আয়াতটির সার্বিক শিক্ষা : আয়াতটির উল্লিখিত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে বলা যায়– রূহের জগতে সকল মানবরূহের কাছ থেকে প্রথমে দুটি বিষয়ে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে–

১. রুবুবিয়াতের সত্তাভিত্তিক একত্ববাদ (আল্লাহ একক সত্তা। তাঁকে কেউ জন্মদান করেননি। তিনিও কারো জন্মদাতা নন) সরাসরি জানিয়ে তা মেনে চলার অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে। এ কারণেই সকল ধর্মে মূল সৃষ্টি ও লালন-পালনকারী সত্তা একজন।

২. রুবুবিয়াতের অন্যান্য বিষয় জানা ও মানার জন্য আল্লাহ প্রেরিত কিতাবের জ্ঞানার্জন করা এবং তা মেনে চলার অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে। ঐ কিতাবের শেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন।

তথ্য-২.২

اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿١٧٣﴾

অথবা তোমরা যেন (কিয়ামতের দিন) না বলতে পারো, আমাদের পিতৃপুরুষরা (পূর্ববতীরা) পূর্বে শিরক করেছে আমরা তাদের পরবর্তী বংশধর। তবে কি (পূর্ববর্তী) পথভ্রষ্টরা যা করেছে সে জন্য আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন? (সুরা আল আরাফ/৭ : ১৭৩)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

১. 'অথবা'– আয়াতের এ শব্দটি থেকে বোঝা যায়, মানবরূহ থেকে আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার গ্রহণ করার যে কারণ ও বিষয় ১৭২ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ঐ অঙ্গীকার নেওয়ার ২য় কারণ ও বিষয় আলোচ্য আয়াতে জানানো হয়েছে।

২. 'তোমরা যেন (কিয়ামতের দিন) না বলতে পারো, আমাদের পিতৃপুরুষরা

(পূর্ববতীরা) পূর্বে শিরক করেছে আমরা তাদের পরবর্তী বংশধর। তবে কি (পূর্ববর্তী) পথভ্রষ্টরা যা করেছে সে জন্য আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন?' অংশের ব্যাখ্যা– আয়াতাংশের 'তোমরা যেন (কিয়ামতের দিন) না বলতে পারো' কথাটি সামনে রেখে পুরো বক্তব্যটি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় রূহের জগতের অঙ্গীকার অনুষ্ঠান সম্পর্কিত ১৭২ নং আয়াতের বক্তব্যের পর মহান আল্লাহ বলেছিলেন, তিনি মানুষকে জ্ঞানের এমন একটি উৎস দেবেন যেটি তাদের কাছে সর্বক্ষণ থাকবে। তাই কিয়ামতের দিন মানুষের এটি বলার সুযোগ থাকবে না যে– রুবুবিয়াত সম্পর্কে তদের কোনো জ্ঞান ছিল না। সুতরাং পূর্ববর্তীরা যে সকল শিরক তথা রুবুবিয়াতের একত্ববাদ বিরোধী কাজ করতো, অন্ধ অনুসরণ (তাকলীদ) করে তারাও সেগুলো করেছে। সুতরাং ঐ গুনাহর জন্য ধ্বংস তথা চিরকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার হকদার তারা নয়; বরং বাতিলপন্থি পূর্বপুরুষেরাই এ শাস্তির হকদার। আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের সে উৎসটি হলো আকল/Common sense/বিবেক।

অন্ধ অনুসরণ হলো নিজের থাকা জ্ঞানকে উপেক্ষা করে অন্যকে অনুসরণ করা। সকল মানুষের কাছে কমপক্ষে আকলের জ্ঞান সর্বদা থাকে। তাই বলা যায়– মহান আল্লাহ চিরকাল জাহান্নাম ভোগের সতর্কতা জানিয়ে সকল মানবরূহের কাছে অন্ধ অনুসরণের মাধ্যমে শিরক না করার অঙ্গীকার চেয়েছিলেন। সকল রূহ সে অঙ্গীকার দিয়েছিল। অর্থাৎ আল্লাহ রূহের জগতের অঙ্গীকার অনুষ্ঠানে ১৭২ নং আয়াতের বাইরে আরো দুটি অঙ্গীকার চেয়েছিলেন এবং সকল রূহ তাতে সম্মতি দিয়েছিল। অঙ্গীকার দুটি হলো–

১.অন্ধ অনুসরণ না করার অঙ্গীকার।

২. শিরক না করার অঙ্গীকার।

আয়াত দুটির সম্মিলিত শিক্ষা

আয়াত দুটির (সুরা আরাফ : আয়াত ১৭২ ও ১৭৩) ভিত্তিতে বলা যায়, রূহের জগতে সকল মানবরূহ, আল্লাহর কাছে ৪টি অঙ্গীকার করে এসেছে। অঙ্গীকার ৪টি হলো–

১. রুবুবিয়াতের সত্তাভিত্তিক একত্ববাদ (তৌহিদ বিয-যাত) মেনে চলার অঙ্গীকার।

২. আল্লাহ প্রেরিত কিতাবের জ্ঞানার্জন করা এবং তা মেনে চলার অঙ্গীকার। ঐ কিতাবের শেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন।

৩. অন্ধ অনুসরণ না করার অঙ্গীকার।

৪. শিরক না করার অঙ্গীকার।

তাহলে দেখা যায় রূহের জগতে আল্লাহ তা'য়ালার সকল মানবরূহের কাছ

থেকে নেওয়া একটি অঙ্গীকার হলো– অন্ধ অনুসরণ না করার অঙ্গীকার। তাই, আয়াত দুটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায় ইসলামে অন্ধ অনুসরণ সামগ্রিকভাবে নিষিদ্ধ।

তথ্য-২.৩

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

অতঃপর তিনি আদমকে সকল ইসম শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন– তোমরা আমাকে ঐ সকল ইসম সম্পর্কে বলো যদি তোমরা স্থিরচিত্ত (Constant) হয়ে থাকো।
(সুরা আল বাকারা/২ : ৩১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা আদম আ. তথা মানব-জাতিকে রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে 'সকল ইসম' শিখিয়েছিলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের ক্লাসে গিয়ে সেগুলো সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

প্রশ্ন হলো– আল্লাহ তা'য়ালা রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে 'সকল ইসম' শেখানোর মাধ্যমে কী শিখিয়েছিলেন? যদি ধরা হয় সকল কিছুর নাম শিখিয়েছিলেন তাহলে প্রশ্ন আসে– শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে মানবজাতিকে বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া, রহিম, করিম ইত্যাদি নাম শেখানো আল্লাহর মর্যাদার সাথে মানায় কি না এবং তাতে মানুষের লাভ কী?

প্রকৃত বিষয় হলো– আরবী ভাষায় 'ইসম' বলতে নাম (Noun) ও গুণ (Adjective) উভয়টিকে বোঝায়। তাই, মহান আল্লাহ শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে আদম তথা মানবজাতিকে নামবাচক ইসম নয়, সকল গুণবাচক ইসম শিখেয়েছিলেন। ঐ গুণবাচক ইসমগুলো হলো– সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা খারাপ, মানুষের উপকার করা ভালো, চুরি করা খারাপ, ঘুষ খাওয়া খারাপ, মানুষকে কথা বা কাজে কষ্ট দেওয়া খারাপ, দান করা ভালো, ওজনে কম দেওয়া খারাপ ইত্যাদি। এগুলো হলো সে বিষয় যা মানুষ আকল দিয়ে বুঝতে পারে। আর আল্লাহ তা'য়ালা এর আগে সকল মানুষের কাছ থেকে সরাসরি তাঁর সত্তাভিত্তিক একত্ববাদের (আল্লাহ একক। তাঁকে কেউ জন্মদান করেননি। তিনিও কারো জন্মদাতা নন) স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন।

তাই আয়াতটির শিক্ষা হলো– আল্লাহ তা'য়ালা রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে বেশ কিছু জ্ঞান শিখিয়ে দিয়েছেন। ঐ জ্ঞানগুলো হলো– ওপরে উল্লিখিত সুরা আ'রাফের ১৭৩ নং আয়াতে উল্লিখিত জ্ঞানের উৎসের (আকল/Common sense/বিবেক) প্রথম লাভ করা তথা বুনিয়াদি/ভিত্তি জ্ঞানভান্ডার (Memory)। তাই আলোচ্য আয়াতের ভিত্তিতেও বলা যায়– মহান আল্লাহ মানুষের জন্য অন্ধ অনুসরণ করার সুযোগ রাখেননি।

তথ্য-৩

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا. فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا.

কসম মনের এবং তাঁর যিনি তাকে সঠিকভাবে গঠন করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় ও ন্যায়। অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে উৎকর্ষিত করবে। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে অবদমিত করবে।

(সুরা আশ শামস/৯১ : ৭-১০)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'কসম মনের এবং তাঁর যিনি তাকে সঠিকভাবে গঠন করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় ও ন্যায়' অংশের ব্যাখ্যা– আয়াত দুটি থেকে জানা যায়, মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে 'ইলহাম' তথা অতিপ্রাকৃতিক এক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মনে সঠিক ও ভুল পার্থক্য করার একটি শক্তি দিয়েছেন। এ বক্তব্যকে ২ নং তথ্যের আয়াতের বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে বলা যায়– রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান শিখিয়েছিলেন তা 'ইলহাম' নামক এক পদ্ধতির মাধ্যমে মানবমনে সৃষ্টিগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ জ্ঞানের শক্তিটিই হলো আকল/Common sense/বিবেক।

'অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে উৎকর্ষিত করবে' অংশের ব্যাখ্যা– আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যে ব্যক্তি Common sense-কে উৎকর্ষিত করবে সে দুনিয়া ও পরকালীন জীবনে সফল হবে। এর প্রধান কারণ হলো– সে সহজে কুরআন (ও সুন্নাহ) বুঝতে পারবে এবং মনের প্রশান্তি নিয়ে তার ওপর আমল করতে পারবে। Common sense উৎকর্ষিত হয় কুরআন, সুন্নাহ এবং সাধারণ জ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, মানব শারীরবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির সত্য জ্ঞান দিয়ে।

'আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে অবদমিত করবে' অংশের ব্যাখ্যা– আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যে ব্যক্তি Common sense-কে অবদমিত করবে সে দুনিয়া ও পরকালীন জীবনে ব্যর্থ হবে। এর প্রধান কারণ হলো– সে কুরআন (ও সুন্নাহ) বুঝতে পারবে না, ফলে সে সঠিক আমল করতে ব্যর্থ হবে। Common sense অবদমিত হয় মিথ্যা জ্ঞান দিয়ে।

♣♣ আয়াত ৪টি থেকে জানা যায়– কুরআন তথা আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের দুনিয়া ও পরকালের সফলতার জন্য আকল/Common sense/বিবেক ব্যবহার করাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই সহজে বলা যায়– সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ে Common sense-কে যথাযথ গুরুত্ব না দিয়ে অন্যের বক্তব্যকে মেনে নেওয়া ও অনুসরণ করা তথা অন্ধ অনুসরণ করা সামগ্রিকভাবে নিষিদ্ধ।

তথ্য-৪

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.

যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা ও রসুলের দিকে আসো। তারা বলে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের যার ওপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তাদের পিতৃপুরুষগণ কোনো বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ না করে থাকলে এবং (ফলস্বরূপ) সঠিক পথপ্রাপ্ত না হলেও (তারা কি তাদের অনুসরণ করবে)?

(সুরা আল মায়িদা/৫ : ১০৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি রসুল স.-এর যুগকে লক্ষ্য করে বলা হলেও এর শিক্ষা সর্বজনীন। অর্থাৎ এর শিক্ষা সকল যুগের সকল ধর্মবিশ্বাসের মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

আয়াতটি থেকে জানা যায়, তৎকালীন আহলি কিতাবদের কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসতে বলা হলে তারা বলতো, 'আমাদের পিতৃপুরুষদের যার ওপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট'। আয়াতটির ২য় অংশে আহলি কিতাবদের ঐ কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। সে বক্তব্য হলো– তাদের পিতৃপুরুষগণ কোনো বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ না করে থাকলে এবং ফলস্বরূপ ঐ ব্যাপারে সঠিক পথপ্রাপ্ত না হয়ে থাকলেও তারা কি তাদের অনুসরণ করবে?

বাস্তবে দেখা যায়, বর্তমান যুগের মুসলিমদের (বিশেষ করে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের) যুগের জ্ঞানের আলোকে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্যের দিকে ফিরে আসতে বললে তারা প্রায় একই ধরনের কথা বলেন। সে কথা হলো– আগের মনীষী/আকাবিরগণ (পিতৃপুরুষগণ) কুরআন ও সুন্নাহর অর্থ ও ব্যাখ্যা করে যে সিদ্ধান্ত তাদের রচিত ফিক্‌হগ্রন্থে লিখে রেখে গেছেন তার বাইরের কোনো অর্থ ও ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ করবো না। আর এর কারণ হিসেবে তারা বলেন– তারা অনেক জ্ঞানী ছিলেন। তাহলে দেখা যায় কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসতে বললে তৎকালীন আহলি কিতাবরা যে কথা বলতো বর্তমান যুগের মুসলিমরা অভিন্ন ধরনের কথাই বলেন। তাই এ আয়াতের শিক্ষা বর্তমান যুগের মুসলিমদের জন্যও প্রযোজ্য হবে।

আয়াতটি থেকে আহলি কিতাবদের শিক্ষা : আল্লাহর কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হলো কুরআন। আর সুন্নাহ হলো আল্লাহর কিতাবের আল্লাহর নিয়োগ দেওয়া ব্যক্তিগণের (নবী-রসূলগণ) করা ব্যাখ্যা। ব্যাবহারিক গ্রন্থের জ্ঞানার্জনের সর্বজন স্বীকৃত নীতি হলো সর্বশেষ সংস্করণ পড়া। তাই সকল কিতাবধারীদের উচিত হবে কুরআন ও সুন্নাহ পড়ে জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করা ও তা অনুসরণ করে চলা।

আর আয়াতটি থেকে বর্তমানের মুসলিমদের জন্য শিক্ষা : কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানবসভ্যতার জ্ঞান প্রয়োজনীয় স্তর পর্যন্ত না পৌঁছালে কুরআন ও সুন্নাহর কিছু কিছু বক্তব্য মানুষের বুঝে নাও আসতে পারে। এজন্য সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে পিতৃপুরুষ তথা আগের মনীষীগণের কুরআন ও সুন্নাহর কিছু বিষয় বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে অনিচ্ছাকৃত ভুল হতে পারে।

তাই কুরআন ও সুন্নাহর সকল বিষয়ে তাদের বুঝ, ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত অন্ধভাবে মানা সঠিক হবে না। বরং ঐ সকল বিষয়ে যোগ্য মানুষদের যুগের জ্ঞানের আলোকে করা অর্থ ও ব্যাখ্যা গ্রহণ করা সঠিক হবে।

আয়াতটিতে প্রশ্ন করার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে পিতৃপুরুষ তথা পূর্ববর্তী মনীষী/আকাবিরগণের আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহর কিছু বিষয় বুঝতে অনিচ্ছাকৃত ভুল হতে পারে। সে মনীষীগণ তৎকালীন যুগের যত বড়ো জ্ঞানীই হোন না কেন। তাই তাঁদের করা আল্লাহর কিতাব ও সুন্নার সকল বুঝ ও ব্যাখ্যা অন্ধভাবে মেনে নেওয়া ও অনুসরণ করা সঠিক নয়। আর তাই আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– সামগ্রকিভাবে ইসলামে অন্ধ অনুসরণ নিষিদ্ধ।

তথ্য-৫

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ করো। তারা বলে, (না) বরং আমাদের পিতৃপুরুষদের যে রীতি-নীতির ওপর পেয়েছি আমরা তারই অনুসরণ করবো। তাদের পিতৃপুরুষেরা আকল/ Common sense/বিবেক দিয়ে কোনো বিষয় বুঝতে না পারার কারণে সঠিক পথ না পেয়ে থাকলেও (কি তারা তাদের অনুসরণ করবে)?

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭০)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটিও তৎকালীন আহলি কিতাবদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে কিন্তু ২ নং তথ্যের আয়াতটির মতো এর শিক্ষাও সর্বজনীন। আয়াতটি থেকে জানা যায়, আহলি কিতাবদের কুরআনকে অনুসরণ করতে বলা হলে তারা যা বলতো সেটি ২ নং তথ্যের বক্তব্যের অনুরূপ। সে বক্তব্য হলো– 'আমাদের পূর্বপুরুষদের যে রীতি-নীতির ওপর পেয়েছি আমরা বরং তারই অনুসরণ করবো'।

আয়াতটির ২য় অংশে আহলি কিতাবদের ঐ কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর দেওয়া বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। এ বক্তব্যটি ও ২ নং তথ্যের আয়াতটির বক্তব্যের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হলো– ২ নং তথ্যের 'তাদের পিতৃপুরুষগণ কোনো বিষয়ে (সঠিক) জ্ঞান লাভ না করে থাকলে' কথাটির স্থানে ৩ নং তথ্যে 'তাদের পূর্বপুরুষেরা Common sense ব্যবহার করে বুঝতে না পারার কারণে" কথাটি বলা হয়েছে। তাই ২ নং তথ্যের আয়াতটির মতো এ আয়াতের শিক্ষাও সকল যুগের আহলি কিতাবসহ বর্তমান যুগের মুসলিমদের জন্যও প্রযোজ্য হবে।

আয়াতটি থেকে বর্তমান যুগের মুসলিমদের জন্য শিক্ষা : সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার জন্য Common sense উৎকর্ষিত না হওয়ায় পিতৃপুরুষগণের কুরআনের কিছু বিষয় বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে ভুল হতে পারে। সে পিতৃপুরুষগণ তৎকালীন যুগের যত বড়ো মনীষী/আকাবির হোন না কেন। তাই কুরআনের সকল বিষয়ে তাদের বুঝ, ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত অন্ধভাবে গ্রহণ ও অনুসরণ করা সঠিক হবে না। তাই আলোচ্য আয়াতটির ভিত্তিতেও সামগ্রকিভাবে ইসলামে অন্ধ অনুসরণ নিষিদ্ধ।

আহলি কিতাবদের জন্য শিক্ষা : ২ নং তথ্যের আয়াতটির অনুরূপ।

♣♣ তাই ২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (Flow chart) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– সামগ্রিকভাবে অন্ধ অনুসরণ নিষিদ্ধ। আর তাই সহজে বলা যায়– অন্ধ অনুসরণের পক্ষে প্রচারিত অজ্ঞতা ও পণ্ডিত তত্ত্ব সঠিক নয়।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد ..... عَنْ وَابِصَةَ الْأَسَدِيِّ، قَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنِي غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَمْ يَقُلْ: حَدَّثَنِي جُلَسَاؤُهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لَا أَدَعَ شَيْئًا مِنَ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَفْتُونَهُ، فَجَعَلْتُ أَتَخَطَّاهُمْ، فَقَالُوا: إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: دَعُونِي فَأَدْنُو مِنْهُ، فَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ أَنْ أَدْنُوَ مِنْهُ، قَالَ: دَعُوا وَابِصَةَ، ادْنُ يَا وَابِصَةُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ: فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يَا وَابِصَةُ أُخْبِرُكَ أَمْ تَسْأَلُنِي؟ قُلْتُ: لَا، بَلْ أَخْبِرْنِي، فَقَالَ: جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ: نَعَمْ، فَجَمَعَ أَنَامِلَهُ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِنَّ فِي صَدْرِي، وَيَقُولُ: يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ.

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. ওয়াবেসা রা.-এর বলা বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আফফান থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– ওয়াবেসা রা. বলেন, আমি রসুল স.-এর কাছে আসলাম। ভালো-মন্দ সবকিছু নিয়ে সকল প্রশ্নই আমি রসুল স.-কে করতাম। তখন রসুল স.-এর আশেপাশে তাঁকে প্রশ্নরত অবস্থায় অনেক লোকজন থাকতো। আমি তাদের মাঝখান দিয়ে রাস্তা করে এগিয়ে যেতাম। সকলে তখন বলতে থাকতো হে ওয়াবেসা! রসুল স.-এর কাছ থেকে দূরে থাকো। তখন আমি বলতাম– আরে জায়গা দাও তো! আমি তাঁর একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে যাবো। কারণ আমি রসুল স.-এর কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করি। তখন রসুল স. দুইবার অথবা তিনবার বললেন, "এই! তোমরা ওয়াবেসাকে জায়গা দাও, কাছে আসো হে ওয়াবেসা!"। এরপর রসুল স. বললেন– হে ওয়াবেসা! তুমি প্রশ্ন করবে নাকি আমি তোমাকে বলে দেবো? তখন আমি বললাম– বরং আপনিই বলে দিন।

তখন রসুল স. বললেন– হে ওয়াবেসা! তুমি কি নেকি (সঠিক) ও পাপ (ভুল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছ? সে বললো, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আঙুলগুলো একত্র করে আমার সদরে (মাথার অগ্রভাগে) মারলেন এবং বললেন– তোমার ক্বলব (মন) ও নফসের কাছে উত্তর জিজ্ঞাসা করো। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন, যে বিষয়ে তোমার নফস (মন) স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে তাই নেকী (সঠিক)। আর পাপ (ভুল) হলো তা, যা তোমার নফসে (মন) সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত এবং সদরে (সম্মুখ ব্রেইনের অগ্রভাগে থাকা মনে) অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয় এবং ফাতওয়া দিতেই থাকে।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ১৭৯২৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : নেকী তথা সঠিক কাজ করার পর মনে স্বস্তি ও প্রশান্তি এবং গুনাহ তথা ভুল কাজ করার পর সন্দেহ, সংশয়, খুঁতখুঁত ও অস্বস্তি সৃষ্টি হতে হলে মনকে আগে বুঝতে হবে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল। তাই হাদীসটি থেকে জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যা অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানবমনে থাকা সেই শক্তি হলো জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের শক্তি (উৎস) আকল/Common sense/বিবেক।

হাদীস-২

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد ... ... سَمِعْتُ الْخُشَنِيَّ، يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي، وَيُحَرَّمُ عَلَيَّ، قَالَ: فَصَعَّدَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَوَّبَ فِيَّ النَّظَرَ، فَقَالَ: الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالْإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ.

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. আবূ সা'লাবা আল-খুশানী রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি যায়েদ বিন ইয়াহইয়া আদ-দিমাশকী থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ সা'লাবা আল-খুশানী রা. বলেন, আমি বললাম– হে রসুলুল্লাহ স.! আমার জন্য কী হালাল আর কী হারাম তা আমাকে জানিয়ে দিন। তখন রসুল স. একটু নড়েচড়ে বসলেন ও ভালো করে খেয়াল (চিন্তা-ভাবনা) করে বললেন– নেকী (বৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস (মন তথা মনে থাকা আকল) প্রশান্ত হয় ও তোমার ক্বলব (মন তথা মনে থাকা আকল) তৃপ্তি লাভ করে। আর পাপ (অবৈধ) হলো সেটি, যা

করে তোমার নফস ও ক্বলব প্রশান্ত হয় না ও তৃপ্তি লাভ করে না। যদিও সে বিষয়ে ফাতওয়া প্রদানকারীরা তোমাকে ফাতওয়া দেয়।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ১৭৬৭১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ১ নং হাদীসটির অনুরূপ।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ... ... عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ: إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ.

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. আবূ উমামা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি রাওহ থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ উমামা রা. বলেন, এক ব্যক্তি রসুল স.-কে জিজ্ঞেস করলো, ঈমান কী? রসুল স. বললেন, যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন। **সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, হে রসুল! গুনাহ (অন্যায়) কী? তিনি (নবী স.) বলেন– যে বিষয় তোমার মনে (মনে থাকা আকলে) সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে।**

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ২২০৬৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির বোল্ড করা অংশ থেকে জানা যায় মানুষের মনে একটি শক্তি আছে যা ন্যায় (নেকী) ও অন্যায় (গুনাহ) বুঝতে পারে। মনে থাকা ঐ শক্তিটিই হলো আকল/Common sense/বিবেক।

হাদীস-৪

رُوِيَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَد ... ...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি 'আবদুল আ'লা থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ

হুরায়রা রা. বলেন, নিশ্চয় রসুলুল্লাহ স. বলেছেন, প্রতিটি শিশুই সজ্ঞা (আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান) নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারীরূপে গড়ে তোলে। যেমন চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক-কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ৭১৮১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'প্রতিটি শিশুই সজ্ঞা (আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান) নিয়ে জন্মগ্রহণ করে' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সকল মানবশিশু সজ্ঞা তথা আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান তথা জ্ঞানের উৎস নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। জ্ঞানের এই উৎসটিই হলো আকল/Common sense/বিবেক।

'অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারীরূপে গড়ে তোলে' অংশের ব্যাখ্যা– অংশটি থেকে জানা যায়– Common sense পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর তাই আকল সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। প্রমাণিত জ্ঞান নয়।

♣♣ এগুলোসহ আরো হাদীস থেকে জানা যায়– মহান আল্লাহ জ্ঞানের একটি উৎস/শক্তি সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটি হলো আকল/Common sense/বিবেক। কোনো বিষয়ে অন্যের অন্ধ অনুসরণ করার প্রয়োজন হয় যদি সে বিষয়ে নিজের কোনো জ্ঞান না থাকে। তাই হাদীস অনুযায়ীও অন্ধ অনুসরণ সামগ্রিকভাবে নিষিদ্ধ।

নিজের ইসলামের জ্ঞান নেই মনে করে অন্যের অন্ধ অনুসরণ করার গুনাহর ধরন

নিজের ইসলাম জানা নেই মনে করে ইসলাম জানা ব্যক্তিদের অন্ধ অনুসরণ করার আচরণটি বর্তমান মুসলিম সমাজে ব্যাপক বিদ্যমান। এখন এ কাজটি করায় কী ধরন তথা সগীরা, কবীরা, শিরক না কুফরীর গুনাহ সংঘটিত হয় তা পর্যালোচনা করা হবে।

যুক্তি

'আমার ইসলাম জানা নেই' এ কথা যাতে মানুষ না বলতে পারে সেজন্য মহান আল্লাহ আকল/Common sense/বিবেক নামের জ্ঞানের একটি উৎস মুসলিম-অমুসলিম সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক বিষয় জানে। সুতরাং 'আমি ইসলাম জানি না' বললে আল্লাহ প্রদত্ত এক বড়ো নেয়ামতকে অস্বীকার করা হবে। এ কারণে নিজের ইসলামের জ্ঞান নেই মনে করে অন্যের অন্ধ অনুসরণ করায় আল্লাহ প্রদত্ত এক বড়ো নেয়ামতকে অস্বীকার করার গুনাহ তথা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে।

♣♣ ২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (Flow chart) অনুযায়ী এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– নিজের ইসলামের জ্ঞান নেই মনে করে অন্যের অন্ধ অনুসরণ করায় কুফরী ধরনের কবীরা/বড়ো গুনাহ হবে। এ তথ্যের ভিত্তিতে এটিও বলা যায় যে, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– অন্ধ অনুসরণের পক্ষের 'অজ্ঞতা তত্ত্ব' বিশ্বাস করলেও কুফরীর গুনাহ হবে।

আল কুরআন

তথ্য-১.১

... ... إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.

... ... নিশ্চয় কান, চোখ ও মন এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (সুরা বনী ইসরাঈল/১৭ : ৩৬)

তথ্য-১.২

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ.

এরপর অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে (আল্লাহ প্রদত্ত) নিয়ামতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (সুরা আত তাকাসুর/১০২ : ৮)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ দুটি এবং এ ধরনের আরো আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা যত নিয়ামত মানুষকে দিয়েছেন তার সবগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে পরকালে মানুষকে জিজ্ঞাসা করা হবে তথা মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে। কান, চোখ ও Common sense হলো আল্লাহর দেওয়া বড়ো তিনটি নিয়ামত। তাই এ তিনটির ব্যবহার সম্পর্কে মানুষকে পরকালে জবাবদিহি করতে হবে।

এ তিনটি নেয়ামত ব্যবহারের জবাবদিহির একটি দিক হলো– যে সকল কাজে ঐ জিনিসগুলোকে ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে সে সকল কাজে ঐগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছিল কি না। এ বিষয়টি বোঝা সহজ। কিন্তু এ তিনটি নেয়ামত ব্যবহারের অন্য একটি দিকের কথা সাধারণত বলা হয় না। দিকটি হলো–

- নিজ কান দিয়ে শোনা কথার বিষয়ে এক বড়ো ব্যক্তির বিপরীত কথা বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া।
- নিজ চোখ দিয়ে দেখা বিষয়ে এক বড়ো ব্যক্তির বিপরীত কথা বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া।
- নিজ Common sense-এর রায়ের বিষয়ে এক বড়ো ব্যক্তির বিপরীত কথা বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া।

তাই আয়াত দুটির আলোকে সহজে বলা যায়– কান, চোখ ও Common sense-এর উল্লিখিত ধরনের ব্যবহারের জন্যও মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে। এ ধরনের ব্যবহার ঐ তিনটি নেয়ামতকে অস্বীকার করার সমান। তাই এতে কুফরীর গুনাহ হবে।

তথ্য-৩

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.

অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ) তোমাদের রবের কোন নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?

(সুরা আর রহমানের অনেক স্থানে)

ব্যাখ্যা : সুরা আর রহমানে এভাবে প্রশ্ন করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তার দেওয়া কোনো একটি নিয়ামতকেও অস্বীকার করতে বারবার নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর দেওয়া একটি নিয়ামতকেও কোনো ওজর (বাধ্য-বাধকতা) ছাড়া অগ্রাহ্য করলে কুফরী করা (অস্বীকার করা) ধরনের কবীরা গুনাহ হবে।

মানুষকে আল্লাহর দেওয়া অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে জ্ঞানসম্পর্কিত তিনটি নিয়ামত হচ্ছে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। আর সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণই হচ্ছে তার জন্মগতভাবে পাওয়া আকল/ Common sens/বিবেক। তাই কুরআন ও সুন্নাহকে ওজর ছাড়া অগ্রাহ্য করলে যেমন কুফরীর গুনাহ হয় তেমনি Common sense-কেও ওজর ছাড়া অগ্রাহ্য করলে কুফরীর গুনাহ হবে।

অন্ধ অনুসরণের অর্থ হচ্ছে নিজ Common sense-কে অগ্রাহ্য করে অন্যের কথা, অনুবাদ, ব্যাখ্যা বা লেখাকে মেনে নেওয়া ও অনুসরণ করা। তাই Common sense আছে এমন সকল মানুষের, নবী-রসুল ছাড়া অন্যের অন্ধ অনুসরণ করা কুফরীর গুনাহ।

তথ্য-৪

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ.

আর আমরা যদি তাদের কাছে ফেরেশতা প্রেরণ করতাম, মৃতরা যদি তাদের সাথে কথা বলতো এবং সব বস্তুকে তাদের সম্মুখে আনা হতো তবুও তারা ঈমান আনতো না, আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছা ছাড়া। কারণ তাদের অধিকাংশই জাহিলি ভাবধারার অনুসারী।

(সুরা আল আন'আম/৬ : ১১১)

ব্যাখ্যা : জাহিলীভাবে চলা হলো Common sense ব্যবহার না করে চলা। আর আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা হলো আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা প্রোগ্রাম/বিধান। তাই আয়াতটির শিক্ষা হলো– যারা Common sense ব্যবহার করে না তাদের সামনে ফেরেশতারা উপস্থিত হওয়া, মৃতরা কথা বলা বা সব বস্তু উপস্থিত হওয়ার মতো ঘটনা ঘটলেও তথা তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করা হলেও আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা ঈমান আনার প্রোগ্রাম অনুযায়ী তারা ঈমান আনতে পারবে না।

তাই আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– জীবন পরিচালনার সময় যে Common sense-এর বিপরীত কাজ করবে তথা Common sense-কে যথাযথ গুরুত্ব দেবে না তার ঈমান থাকবে না। অর্থাৎ এটিতে কুফরীর গুনাহ হবে।

♣♣ তাহলে ২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (Flow chart) অনুযায়ী এ পর্যায়ে বলা যায় ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– নিজে ইসলামের কিছু জানি না মনে করে অন্যের অন্ধ অনুসরণ করা কুফরীর গুনাহ। এ তথ্যের ভিত্তিতে এটিও বলা যায়, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– অন্ধ অনুসরণের পক্ষের 'অজ্ঞতা তত্ত্ব' বিশ্বাস করলেও কুফরীর গুনাহ হবে।

চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ..... عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ: إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ.

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. আবূ উমামা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি রাওহ থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ উমামা রা. বলেন, এক ব্যক্তি রসুল স.-কে জিজ্ঞেস করলো, ঈমান কী? রসুল স. বললেন– যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, হে রসুল! গুনাহ (অন্যায়) কী? মহানবী স. বলেন– যে বিষয় তোমার মনে (মনে থাকা আকলে) সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে ।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ২২০৬৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রসুল স. সৎকাজ করে আনন্দ পাওয়া এবং অসৎ কাজ করে কষ্ট পাওয়াকে ঈমানের সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সৎকাজ করে আনন্দ এবং অসৎ কাজ করে কষ্ট পায় সেই ব্যক্তি যার Common sense জাগ্রত আছে। তাই রসুল স. এ হাদীসের মাধ্যমে Common sense জাগ্রত থাকাকে ঈমানের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। আর তাই এ হাদীসের ভিত্তিতে বলা যায়, Common sense-কে যথাযথ গুরুত্ব না দিয়ে অন্যের কথা মেনে নেওয়ায় তথা অন্ধ অনুসরণ করায় ঈমান থাকে না। অর্থাৎ এটিতে কুফরীর গুনাহ হয়।

কাউকে নির্ভুল মনে করে অন্ধ অনুসরণ করার গুনাহর ধরন

অন্যকে বিশেষ করে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে অন্ধ অনুসরণ করার বিষয়টি ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। এখন এ কাজটি করায় কী ধরনের তথা সগীরা, কবীরা, শিরক না কুফরীর গুনাহ সংঘটিত হয় তা পর্যালোচনা করা হবে।

আকল/Common sense/বিবেক

তথ্য-১

নির্ভুল শুধু সে যার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের নিখুঁত জ্ঞান আছে। এ গুণ আছে একমাত্র মহান আল্লাহর। আর নবী-রসুলগণ নির্ভুল এজন্য যে, আল্লাহ তাদের ভুল করতে দেননি বা ভুলের ওপর স্থির থাকতে দেননি। তাই নবী-রসুলগণ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিকে নির্ভুল মনে করার অর্থ হচ্ছে ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহর নির্ভুলতার গুণের সাথে শরীক করা। অর্থাৎ এটি শিরকের গুনাহ। তাই Common sense-এর ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– নবী-রসুলগণ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিকে নির্ভুল মনে করে অন্ধ অনুসরণ করলে শিরকের গুনাহ হবে। সে ব্যক্তি যত জ্ঞানী বা মর্যাদাসম্পন্নই হোক না কেন।

♣♣ ২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (Flow chart) অনুযায়ী এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– নবী-রসুলগণ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিকে নির্ভুল মনে করে অন্ধ অনুসরণ করলে শিরকের গুনাহ হবে। এ তথ্যের ভিত্তিতে এটিও বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– অন্ধ অনুসরণের পক্ষের 'পণ্ডিত তত্ত্ব' বিশ্বাস করলেও শিরকের গুনাহ হবে।

আল কুরআন

তথ্য-১

... ... وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا.

... ... আর মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

(সুরা আন নিসা/৪ : ২৮)

ব্যাখ্যা : এখানে আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। কথাটি মহান আল্লাহ অনির্দিষ্টভাবে (Non-specific) বলেছেন। অর্থাৎ এ দুর্বলতা হবে শরীর ও জ্ঞান উভয় দিক দিয়ে। তাই বলা যায়, এ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– নবী-রসুলগণ ছাড়া কোনো মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। আর তাই আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– নবী-রসুলগণ ছাড়া কোনো মানুষকে নির্ভুল মনে করে অন্ধভাবে অনুসরণ করার অনুমতি ইসলামে থাকতে পারে না।

তথ্য-২

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللهِ أَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.

যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। আর তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে (ইসলামী জীবনব্যবস্থায়) প্রবেশ করতে দেখবে তখন তুমি তোমার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো। নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী।

(সুরা আন নাসর/১১০ : ১-৩)

ব্যাখ্যা : মুহাম্মাদ স.-এর জীবনের শেষদিকে সুরা আন নাসর নাযিল হয়। তাঁর জীবনে কোনো গুনাহ ছিল না। সামান্য কোনো ত্রুটি হয়ে থাকলেও আল্লাহ তা'য়ালা তা সাথে সাথে সংশোধন করে দিয়েছেন। সেই মানুষটিকেও আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা চাইতে বলেছেন। তাই সুরাটির আলোকেও সহজে বলা যায়– নবী-রসুলগণ ছাড়া পৃথিবীর কোনো মানুষ নির্ভুল নয়। সে ব্যক্তি যত বড়ো মানের ব্যক্তিই হোক না কেন।

তথ্য-৩

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

আর তাঁর (আল্লাহর) সমতুল্য কেউ নেই।

(সুরা আল ইখলাছ/১১২ : ৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি অনুযায়ী নির্ভুলতাসহ কোনো দিক দিয়ে আল্লাহর সমতুল্য কেউ নেই। তাই আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়া অন্য কাউকে নির্ভুল মনে করে তার সকল কথা অন্ধভাবে মেনে নিলে শিরকের গুনাহ হবে। সে ব্যক্তি যত বড়ো ধর্মীয় পণ্ডিত হোক না কেন।

তথ্য-৪

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ .

তারা (আহলি কিতাবরা) আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসার-বিরাগীদেরকে রব বলে গ্রহণ করেছে এবং মারিয়ামের পুত্র মাসীহকে। অথচ তারা এক ইলাহের দাসত্ব করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। তারা যাকে শরীক করে তা থেকে তিনি পবিত্র (মুক্ত)!

(সুরা আত তাওবা/৯ : ৩১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে আহলি কিতাবদের কয়েকটি গুনাহর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমটি হলো তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ধর্মীয় পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে রব হিসেবে মানতো। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে রব হিসেবে মানা নিঃসন্দেহে শিরক। প্রশ্ন হলো– আহলি কিতাবরা তাদের ধর্মীয় পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে রব হিসেবে মানতো? রসুল স.-এর হাদীস (পৃষ্ঠা নং ৫৯) থেকে জানা যায়, তারা নির্ভুলতার দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের ধর্মীয় পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে রবের সমতুল্য মনে করতো।

তাই আলোচ্য আয়াত অনুযায়ীও কোনো ব্যক্তিকে নির্ভুল মনে করে তার সকল কথা অন্ধভাবে মেনে নিলে শিরকের গুনাহ হবে। সে ব্যক্তি যত বড়ো ধর্মীয় পণ্ডিত হোক না কেন।

তথ্য-৫

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـــًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ.

তুমি বলো, হে আহলি কিতাব! এসো এমন এক কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে অভিন্ন, (তা হলো) আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো দাসত্ব না করি, কোনো কিছুকেই তাঁর শরিক না করি এবং আল্লাহকে ছাড়া আমাদের একজন যেন অন্যজনকে রব হিসেবে গ্রহণ না করি। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলো, তোমরা সাক্ষী থাকো যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম।

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ৬৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে মহান আল্লাহ রসুল স.-কে আহলি কিতাবদেরকে আহ্বান করতে বলেছেন কয়েকটি বিষয় নিয়ে একসাথে কাজ করার জন্য যা ইসলাম ও তাদের শরীয়াতে অভিন্ন। বিষয়গুলো হলো–

১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব না করা।
২. শিরক না করা।
৩. নিজেদের মধ্যের একজন অন্য একজনকে রব হিসেবে গ্রহণ না করা।

কাউকে রব হিসেবে মানা বা গ্রহণ করার প্রধান দুটি দিক হলো–

১. রব তথা আল্লাহর মতো শক্তিধর মনে করে শাস্তি এড়ানোর জন্য তার সকল কথা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়া।
২. রবের মতো নির্ভুল মনে করে তার সকল কথা, অনুবাদ, ব্যাখ্যা বা লেখা অন্ধভাবে মেনে নেওয়া ও অনুসরণ করা।

তাই আয়াতটি অনুযায়ী এ উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো মানুষকে মানা ও অনুসরণ করাকে নিষেধ করা হয়েছে। আর সহজেই বলা যায়– উল্লিখিত দুটির যে কোনো একটি দৃষ্টিকোণ থেকে অন্য মানুষকে অনুসরণ করলে শিরকের গুনাহ হবে।

♣♣ তাহলে ২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (Flow chart) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– নির্ভুল মনে করে কোনো ব্যক্তির কথা, অনুবাদ, ব্যাখ্যা ইত্যাদি অন্ধভাবে মেনে নেওয়া শিরকের গুনাহ। সে ব্যক্তি যত বড়ো ধর্মীয় পণ্ডিত হোক না কেন। এ তথ্যের ভিত্তিতে এটিও বলা যায়, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– অন্ধ অনুসরণের পক্ষের 'পণ্ডিত তত্ত্ব' বিশ্বাস করলেও শিরকের গুনাহ হবে।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

আদী বিন হাতিম খ্রিষ্টান ছিলেন। ইসলামের দাওয়াত তার কাছে পৌঁছালে তিনি সিরিয়ার দিকে পালিয়ে যান। ঐ সময় তার বোন ও দলের লোকেরা বন্দি হয়। রসুল স. দয়া করে তার বোনকে মুক্তি দেন এবং তাকে কিছু অর্থও দেন। সে তখন সরাসরি ভাইয়ের কাছে চলে যায় এবং তাকে ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করে আর মদীনায় যাওয়ার জন্যও অনুরোধ করে। তাই তিনি মদীনায় আসেন। তিনি 'তাঈ' গোত্রের নেতা ছিলেন। আর তার পিতা দানশীল হিসেবে তখন বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। জনগণ রসুলুল্লাহ স.-কে তার আগমনের সংবাদ দেন। সংবাদ পেয়ে রসুল স. নিজে তার কাছে

চলে আসেন। ঐ সময় আদীর গলায় রুপার নির্মিত ক্রশ ঝোলানো ছিল। রসুল স.-এর মুখে তখন اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ তথা সুরা তাওবার ৩১ নং আয়াতটি উচ্চারিত হচ্ছিল। তখন আদী প্রশ্ন করেন– আমরা তো পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীগণকে রব মানি না। সুতরাং এ আয়াতে তাদেরকে 'রব' বানিয়ে নেওয়ার যে দোষারোপ আমাদের ওপর করা হয়েছে এর প্রকৃত তাৎপর্য কী? রসুল স. উত্তরে বলেন– এটা কি সত্য যে, যা কিছু তারা হারাম বলে সেগুলোকে তোমরা (বিনা দ্বিধায়) হারাম বলে মেনে নাও, আর যা কিছু তারা হালাল বলে তাকে তোমরা (বিনা দ্বিধায়) হালাল বলে গ্রহণ করো? আদী বলেন, হ্যাঁ এরূপ তো অবশ্যই আমরা করে থাকি। রসুল স. তখন বললেন, এটিই হচ্ছে তাদের ইবাদত করা। অর্থাৎ তাদেরকে রব' বলে মেনে নেওয়া বা গ্রহণ করা। (আরো কিছু কথা বলার পর) রসুল স. তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং তিনি তা কবুল করেন। তা দেখে রসুল স.-এর চেহারা মুবারক খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে যায়। তিনি বলেন, ইহুদীদের ওপর আল্লাহর ক্রোধ পতিত হয়েছে এবং খ্রিষ্টানরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।
(আল মাতলাবুল হামিদ ফী বায়ানি মাক্বাসিদুত তাওহীদ, মাহাসিনুত তাবিল)

ব্যাখ্যা : সুরা তাওবার ৩১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে বর্ণিত রসুল স.-এর এ হাদীসটি থেকে জানা যায়– মহান আল্লাহ ঐ আয়াতে পণ্ডিতগণকে 'রব' বানিয়ে নেওয়া বলতে বুঝিয়েছেন তাদের সকল কথাকে নির্ভুল মনে করে বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া ও অনুসরণ করাকে। এমনটি করলে পণ্ডিতগণকে মহান আল্লাহর নির্ভুলতার সিফাতের (গুণ) সাথে শরীক করা হয়। যে কোনো মানুষ এরকমটি করলে তার শিরক করার গুনাহ হবে।

আহলি কিতাবদের অবস্থা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ ঐ কথাটি বললেও তা সকল কিতাবধারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ বর্তমান কুরআনধারী মুসলিমদের মধ্যে কেউ যদি তাদের সমাজের আলিম, দরবেশ, পীর, বুজুর্গ, মুরব্বি, চিন্তাবিদদের সকল কথা, তথ্য, তরজমা, ব্যাখ্যা বা লেখাকে নির্ভুল মনে করে বিনা যাচাইয়ে তথা অন্ধভাবে গ্রহণ ও অনুসরণ করে তবে তার শিরকের গুনাহ হবে।

‘অন্ধ অনুসরণ বৈধ’ জাতি বিধ্বংসী এ তথ্যটির পক্ষে প্রচারিত কুরআনের আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা

আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যারা অন্ধ অনুসরণ ইসলামে বৈধ মনে করেন তারা দলিল হিসেবে কুরআনের কিছু আয়াত পেশ করেন। এখন আয়াতগুলোর প্রকৃত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হবে। আয়াতগুলোর কয়েকটি–

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۫ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۫ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

রসুল তার রবের পক্ষ থেকে তার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছে এবং মু'মিনরাও। প্রত্যেকেই আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও রসুলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। (তারা বলে) আমরা (বিশ্বাস করার দৃষ্টিকোণ থেকে) রসুলগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। আর তারা বলে আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আর আপনারই দিকে (চূড়ান্ত) গন্তব্যস্থল।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৮৫)

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

মু'মিনদের উক্তি এই, যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসুলের দিকে আহবান করা হয় তখন তারা বলে– আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম। আর তারাই সফল।

(সুরা আন নূর/২৪ : ৫১)

... ... وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ ...
... ...

... ... কিন্তু তারা যদি বলতো– আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম এবং শোনো ও তুমি আমাদের প্রতি লক্ষ করো, তাহলে তা তাদের জন্য ভালো ও সঠিক হতো। ... ... (সুরা আন নিসা/৪ : ৪৬)

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ... ... ...

সুতরাং তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহ-সচেতন হও এবং শ্রবণ করো ও আনুগত্য করো এবং (আল্লাহর পথে) ব্যয় করো, (এ ব্যয়) তোমাদের নিজেদের জন্যই কল্যাণকর। ... ... (সুরা আত তাগাবুন/৬৪ : ১৬)

আয়াতগুলোর অসতর্ক ব্যাখ্যা

অন্ধ অনুসরণ সমর্থনকারীরা আয়াতগুলোর 'শুনলাম ও আনুগত্য করলাম' বা 'শ্রবণ করো ও আনুগত্য করো' বক্তব্যকে ইসলামে অন্ধ অনুসরণ বৈধ হওয়ার পক্ষে কুরআনের দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে থাকেন। তারা বলেন, আল্লাহ এখানে কুরআন ও হাদীসের কথা শোনার সাথে সাথে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে তথা অন্ধভাবে অনুসরণ করতে বলেছেন। কিন্তু এটি আয়াতগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

আয়াতগুলোর প্রকৃত ব্যাখ্যা

আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ কুরআনের আরবী আয়াত এবং সুন্নাহ (রসুল স.-এর কথা ও কাজের নির্ভুলরূপ) শোনার পর বিনা যাচাইয়ে তথা অন্ধভাবে মেনে নিতে বলেছেন। তবে ঐ কথার মাধ্যমে আল্লাহ কুরআনের আয়াতের কারো করা অর্থ ও ব্যাখ্যা বা প্রচলিত সহীহ হাদীসকে নির্ভুল ধরে চোখ বন্ধ করে মেনে নিতে বলেননি। কারণ, কুরআনের আরবী আয়াত নির্ভুল কিন্তু তার অর্থ বা ব্যাখ্যায় ভুল থাকা সম্ভব। আর প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে হাদীসকে সহীহ বলা হয় বর্ণনাধারার (সনদ) নির্ভুলতার ভিত্তিতে। বক্তব্য বিষয়ের (মতন) নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়। আবার প্রচলিত সহীহ হাদীসের প্রায় সবই হলো রসুল স.-এর মুখ থেকে বের হওয়া কথার ৫ থেকে ৭ ব্যক্তির মুখ ঘুরে ২৫০-৩০০ বছর পর লিপিবদ্ধ হওয়া ভাব বর্ণনা।

তাই, উল্লিখিত আয়াতগুলোর অর্থ ও ব্যাখ্যা হিসেবে যেটি গ্রহণযোগ্য হবে না ও হবে–

- **গ্রহণযোগ্য হবে না–** কুরআনের আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা বা প্রচলিত সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা কথাকে অন্ধভাবে মেনে নিতে হবে।
- **গ্রহণযোগ্য হবে–** কুরআনের আরবী আয়াত ও সুন্নাহ (রসুল স.-এর কথা ও কাজের নির্ভুলরূপ) অন্ধভাবে মেনে নিতে হবে।

কুরআন ও প্রচলিত সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা বক্তব্যের বিষয়ে করণীয়

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে– আল কুরআনের আরবী আয়াত নির্ভুল কিন্তু তার অর্থ বা ব্যাখ্যায় ভুল থাকা সম্ভব। আর প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে হাদীসকে সহীহ বলা হয় বর্ণনাধারার (সনদ) নির্ভুলতার ভিত্তিতে। বক্তব্য বিষয়ের (মতন) নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়। তাই, কুরআনের অর্থ বা ব্যাখ্যা এবং প্রচলিত সহীহ হাদীস বা এসবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা কথাকে কেউ বিনা যাচাইয়ে মেনে নিলে অবস্থাভেদে কুফরী বা শিরকের গুনাহ হবে।

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেক ব্যবহার করে যেকোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের একটি প্রবাহচিত্র (Flow chart) মহান আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে এবং রসুল স. তার ফেয়েলী হাদীস (আয়েশা রা.-এর চরিত্রের ওপর রটানো অপবাদের বিষয়ে রসুল স.-এর সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতি) এবং অন্যান্য হাদীসের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। প্রবাহচিত্রটি (Flow chart) হলো–

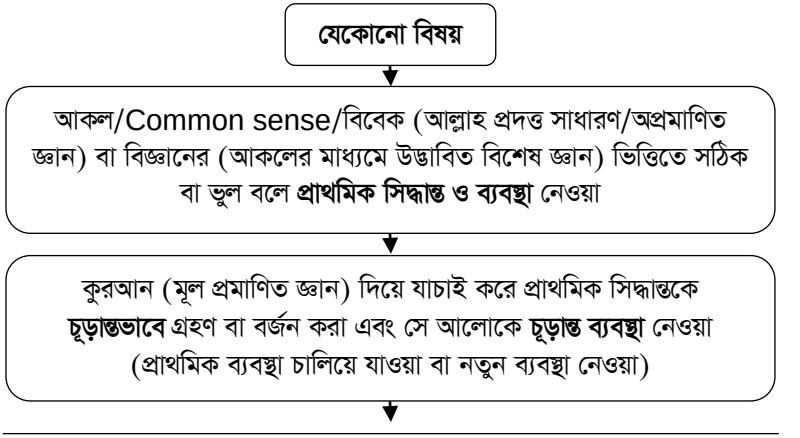

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

▼

সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তের (আকল/Common sense/বিবেক বা বিজ্ঞানের রায়) ভিত্তিতে নেওয়া ব্যবস্থা ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া

▼

মনীষীদের **ইজমা-কিয়াস** দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে যাচাই-বাছাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে

এ প্রবাহচিত্রটি (Flow chart) ব্যবহার করে যেকোনো বিষয়ের নির্ভুলতা যাচাই করতে হবে। কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বা কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা বক্তব্যের নির্ভুলতাও এ প্রবাহচিত্রটির আলোকে যাচাই করতে হবে। প্রবাহচিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)' নামক পুস্তিকাটিতে (গবেষণা সিরিজ- ১২)।

সাধারণ আরবী গ্রামারের তুলনায়
কুরআনিক আরবী গ্রামার অনেক সহজ

কুরআনের ভাষায়
কুরআন বুঝতে সংগ্রহ করুন

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রকাশিত

কুরআনিক
আরবী
গ্রামার

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

আল কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা কথার নির্ভুলতা যাচাইয়ের প্রবাহচিত্র

আল কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বা উদ্ধৃতি দিয়ে বলা কথার নির্ভুলতা যাচাই করতে হবে আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলাম সমর্থিত মূল প্রবাহচিত্রের ভিত্তিতে। কুরআনে ইসলামের সকল মৌলিক বিষয় উল্লিখিত আছে। অন্যদিকে কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন। তাই আল কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বা উদ্ধৃতি দিয়ে বলা কথার নির্ভুলতা যাচাই করার প্রবাহচিত্র (Flow chart) হবে নিম্নরূপ–

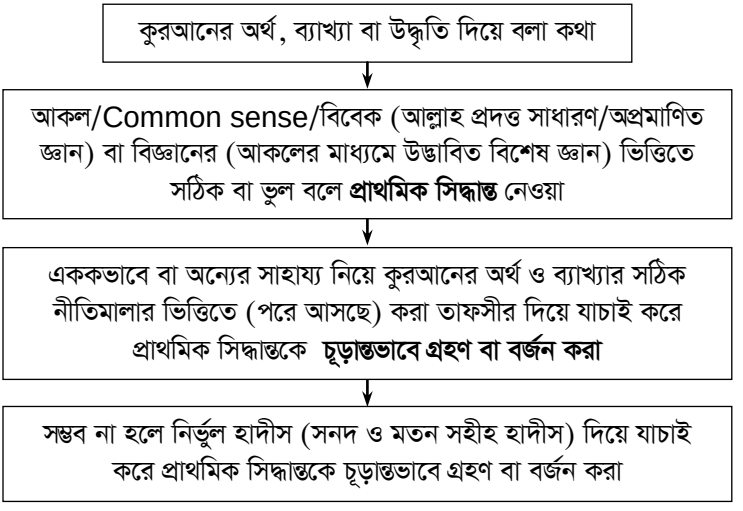

প্রবাহচিত্রটির বিভিন্ন স্তরের ব্যাখ্যা

প্রথম স্তর

১. এ স্তরে কুরআনের অর্থ, ব্যাখ্যা বা উদ্ধৃতি দিয়ে বলা কথার নির্ভুলতা Common sense দিয়ে যাচাই করে একটি প্রাথমিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। তাই Common sense-ধারী প্রত্যেক মানুষ মুহূর্তের মধ্যে প্রাথমিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সক্ষম হবে।

২. প্রাথমিক সিদ্ধান্তটি সঠিক ও ভুল উভয়টি হতে পারে। তবে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense একই উৎস তথা আল্লাহ থেকে আসা বলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তটি চূড়ান্ত বিচারে ভুল হওয়া থেকে সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকবে।

দ্বিতীয় স্তর

এ স্তরে কুরআনের জ্ঞান দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত করতে হবে। এ স্তরে মানুষের বিভিন্ন অবস্থান হবে নিম্নরূপ–

১. উৎকর্ষিত Common sense-সম্পন্ন যে ব্যক্তির কুরআনের জ্ঞানার্জনের সঠিক মূলনীতি (পরে আসছে) জানা আছে এবং তারা সেটি ব্যবহার করার যোগ্যতা রাখে, চূড়ান্ত সিদ্ধাতে পৌঁছাতে তাদের মোটেই বেগ পেতে হবে না। Common sense যথাযথভাবে উৎকর্ষিত হওয়ার জন্য কুরআন ও সুন্নাহ এবং সাধারণ জ্ঞান, বিজ্ঞান, মানব শারীরবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির সমন্বিত জ্ঞান থাকতে হবে। শুধু কুরআন ও হাদীস বা শুধু সাধারণ জ্ঞান, বিজ্ঞান, মানব শারীরবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির জ্ঞান থাকলে চলবে না।

২. সাধারণ Common sense-সম্পন্ন যে ব্যক্তিদের কুরআনের গ্রহণযোগ্য পরিমাণ জ্ঞান নেই তাদের জন্য–

- কুরআনের জ্ঞানার্জনের সঠিক মূলনীতি জানা ও ব্যবহার করার যোগ্যতা থাকা ব্যক্তিদের রচিত কুরআনের অনুবাদ বা তাফসীরের সাহায্য নিয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত করা খুবই সম্ভব।
- কুরআনের জ্ঞানার্জনের সঠিক মূলনীতি জানা ও ব্যবহার করার যোগ্যতা থাকা ব্যক্তিদের সাহায্য নিয়েও প্রাথমিক সিদ্ধান্তটি চূড়ান্ত করা সম্ভব।

তৃতীয় স্তর

এ স্তরে আছে হাদীস দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত করার বিষয়। এ স্তরে বিভিন্ন দিক হবে নিম্নরূপ–

১. আল কুরআনে ইসলামের সকল মৌলিক বিষয় তাত্ত্বিকভাবে উল্লিখিত আছে। তাই, ইসলামের কোনো মৌলিক বিষয়ে তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য হাদীসের প্রয়োজন পড়ে না। Common sense ও কুরআনের ভিত্তিতে এটি খুবই সম্ভব।

২. ইসলামের অধিকাংশ আমলের বাস্তবায়ন পদ্ধতি কুরআনে উল্লেখ নেই। তাই, অধিকাংশ মৌলিক আমলের বাস্তবায়ন পদ্ধতি চূড়ান্ত করার জন্য হাদীসের প্রয়োজন।

আল কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা করার মূলনীতি

প্রবাহচিত্রে কুরআনকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হলে কুরআন ব্যাখ্যার (তাফসীর) মূলনীতিগুলো অবশ্যই জানতে হবে। নীতিমালার সবগুলো কুরআন ও হাদীসে আছে। দুঃখের বিষয় নীতিমালার অনেক কিছুই বর্তমান মুসলিম বিশ্ব হারিয়ে ফেলেছে। শুধুমাত্র প্রথম মূলনীতিটি যদি মুসলিম বিশ্ব খেয়াল রাখতো তবে কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা করা প্রায় অসম্ভব হতো। মূলনীতিগুলো নিম্নরূপ–

১. কুরআনে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই।
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।
৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।
৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/ Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।
৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত হওয়া (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।
৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।
৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।
১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে অন্য ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের বিভিন্ন অবস্থান–

অবস্থান-১

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অর্থের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো

জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীর গ্রন্থ রচনা করতে পারবেন, যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা' (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক পুস্তিকাটিতে।

সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা কথার নির্ভুলতা যাচাইয়ের প্রবাহচিত্র

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি হাদীসকে 'সহীহ' বলা হয় বর্ণনাসূত্রের (সনদ) নির্ভুলতার ভিত্তিতে। বক্তব্য বিষয়ের (মতন) নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়। তাই সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা কথাকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে তার মতন যাচাই করে নিতে হবে। যাচাইয়ে যদি মতন সঠিক নয় বলে প্রমাণিত হয় তবে বলতে হবে– সনদ অনুযায়ী হাদীসটি সহীহ কিন্তু এর মতন (বক্তব্য বিষয়) গ্রহণযোগ্য নয়।

আর সে যাচাইয়ের প্রবাহচিত্র (Flow chart) হলো–

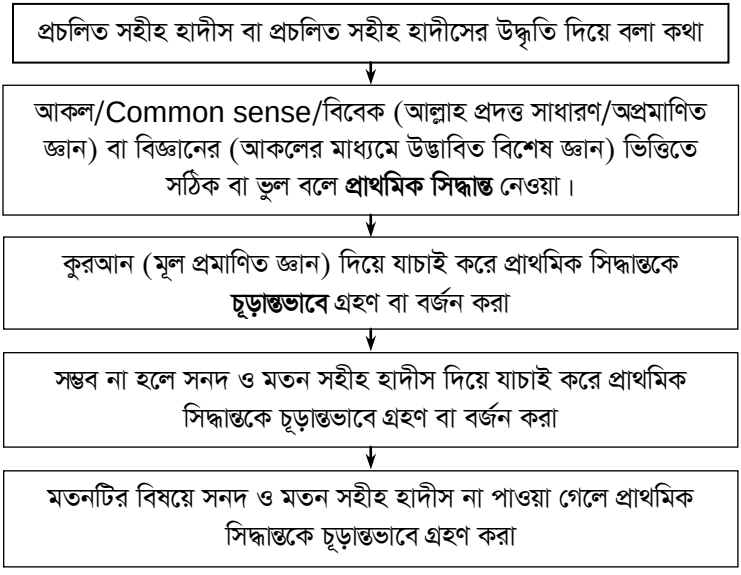

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?' (গবেষণা সিরিজ-১৯) নামক পুস্তিকাটিতে।

শেষ কথা

পুস্তিকায় উল্লিখিত তথ্যগুলো জানার পর কারো মনে এ ব্যাপারে দ্বিধা থাকার কথা নয় যে, সকলের জন্য 'অন্ধ অনুসরণ' শিরক বা কুফরীর গুনাহ। অন্ধ অনুসরণে যারা ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হন তারা এর পক্ষে নানাভাবে প্রচারণা চালাবেন এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু মহাক্ষতিকর এ বিষয়টিকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা সকলের ঈমানী দায়িত্ব। ইচ্ছা থাকলেও তথ্যের অভাবে অনেকে কিছু বলতে পারেন না। আশা করি পুস্তিকায় উল্লিখিত তথ্যসমূহ তাদের তথ্য-প্রমাণের দুর্বলতাকে অনেকাংশে কাটিয়ে দিতে সক্ষম হবে। ফলে তারা নিজেরা অন্ধ অনুসরণ থেকে আরও পরিপূর্ণভাবে দূরে থাকতে পারবেন এবং অন্যকে অন্ধ অনুসরণ থেকে দূরে রাখার জন্য আরও বলিষ্ঠভাবে ভূমিকা রাখতে পারবেন। আশা করা যায়– এর চূড়ান্ত ফলস্বরূপ বর্তমানে জ্ঞানের কঠিনতম AIDS রোগে ভোগার কারণে চরম অধঃপতিত মুসলিম উম্মাহ দুনিয়া ও আখিরাতে আবার কামিয়াব হতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

ভুল-ত্রুটি গঠনমূলকভাবে ধরিয়ে দেওয়া প্রত্যেক মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব। আর তা সঠিক হলে নিজেকে শুধরিয়ে নেওয়াও মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব। তাই পুস্তিকার ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ রেখে ও আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি।

সমাপ্ত

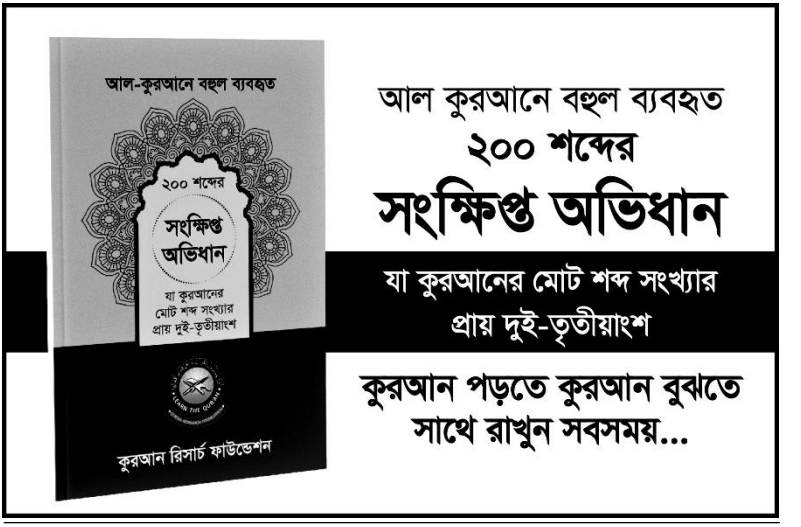

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবী-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (আরবী-বাংলা)
৪. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (শুধু বাংলা)
৫. শতবার্তা (পকেট কণিকা : আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৬. আল-কুরআনে বহুল ব্যবহৃত ২০০ শব্দের সংক্ষিপ্ত অভিধান
৭. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৮. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense-এর গুরুত্ব
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানি গ্রন্থে উল্লিখিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য